

নন্দলাল শর্মা

চাকমা প্রবাদ



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Dayamitra Bhante

চাকমা প্রবাদ

নন্দলাল শর্মা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭



দিব্য প্রকাশ
ঢাকা প্রবাদ
নন্দলাল শর্মা

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২১৫৭৪

কম্পোজ
মাহমুদ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
হক সুপার মার্কেট
পূর্বজিন্দাবাজার, সিলেট

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৪৪/২ রূপলাল দাস লেন
ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ফ্রব এষ
মূল্য : ৬০.০০ টাকা

ISBN 984 483 273 X

উৎসর্গ

রাজমাতা বিনীতা রায়
কুমার কোকনদাশ্ৰ রায়
অরুণ রায়
সলিল রায়
বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান
অশোক কুমার দেওয়ান
সুহৃদ চাকমা

সবিনয় নিবেদন

রাঙ্গামটি সরকারি কলেজে কর্মরত অবস্থায় চাকমা প্রবাদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে কবি সলিল রায়ের মাধ্যমে। তাঁর সৌজন্যে সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমাজাতি' বইটি পড়ার সুযোগ হয়। হোস্টেল তত্ত্বাবধায়ক থাকাকালে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা চাকমা ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের লোকজীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। স্নেহভাজন প্রভাস কুসুম চাকমা, উত্তম চাকমা প্রমুখের মাধ্যমে আমার সংগ্রহ শুরু হয়। এরপর পরিচয় ঘটে চাকমা লোকজীবনরসিক বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ানের সঙ্গে। তিনি আজীবন চাকমা প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর সংগ্রহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ড. দুলাল চৌধুরী এ ব্যাপারে চমৎকার কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থ সারাদেশে সহজলভ্য নয়। তাঁদের সংগ্রহের বাইরেও কিছু প্রবাদবাক্য রয়ে গেছে। এখনও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রবাদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর বলে মনে করি।

চাকমা প্রবাদের সঙ্গে বৃহত্তর পাঠকসমাজের পরিচয় ঘটানোর জন্য এ গ্রন্থ সংকলনে হাত দিই। প্রখ্যাত লোকবিজ্ঞানী ড. আশরাফ সিদ্দিকী-র অনুপ্রেরণায় আমি গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠি। অত্যন্ত স্বল্প সময়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভবপর হল কথাশিল্পী জনাব মঈনুল আহসান সাবের-এর ঐকান্তিক আগ্রহে। সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মুরারিচাঁদ কলেজ
সিলেট

নন্দলাল শর্মা
০৮ জানুয়ারি ২০০৭

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা ১১

চাকমা প্রবাদ সংগ্রহ ২১

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১৯৮১)
পার্বত্য চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা (১৯৮৩)
প্রকাশনা : পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতি (১৯৮৪)
ভূমি আমাদেরই লোক (১৯৮৫)
ছোটদের রামমোহন (১৯৮৬; দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২)
নেপালে খেরবাদী বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (অনুবাদ, ১৯৮৭)
ডাকঘরের কথা (১৯৯১; দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৪)
দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা (১৯৯২)
হবিগঞ্জের সাহিত্যাস্তন (১৯৯২)
মুহম্মদ নুরুল হক (১৯৯৩)
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের ইতিকথা (১৯৯৪)
চৌধুরী গোলাম আকবর (১৯৯৫, বি.এন.এস.এ. পুরস্কার প্রাপ্ত)
সুনামগঞ্জের সাহিত্যাস্তন (১৯৯৫)
উত্তর প্রবাসী থেকে উত্তরাপথ (, ১৯৯৬)
মৌলভীবাজারের সাহিত্যাস্তন (১৯৯৭)
সিলেটের ফোকলোর রচনাপঞ্জি (১৯৯৮)
ফোকলোর চর্চায় সিলেট (১৯৯৯)
আল ইসলাহ পত্রিকায় মুসলিম চিন্তা চেতনা (২০০০)
আল ইসলাহ পত্রিকার লেখক ও রচনাসূচি (২০০০)
রাধারমণ গীতিমালা (২০০২)
সিলেটের বারমাসী গান (২০০২)
ভূমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম (২০০২)
আকাশে হেলান দিয়ে (২০০৩)
মোহাম্মদ হানীফ পাঠান : জীবন ও কর্ম (২০০৪)
নিশীথে যাইও ফুলবনে (২০০৪)
সিলেটের সাহিত্যাস্তন (২০০৫)
পরিচিতির আলোকে জালালাবাদ লোকসাহিত্য
পরিষদ (হারুন আকবর সহযোগে, ২০০৫)
তোমার সৃষ্টির পথ (২০০৫)
মরমী কবি শিতালং শাহ (২০০৫)
মধুসূদনের প্রহসন (২০০৬)
প্রমথ চৌধুরীর নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০০৬)
সত্যসন্ধ গবেষক মোহাম্মদ আসাদুর আলী (২০০৬)
ঐতিহ্যের ধারক গোলাম মস্তফা চৌধুরী (২০০৬)
সিলেটের জনপদ ও লোকমানস (২০০৬)

প্রসঙ্গ কথা

এক

বাংলাদেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস, তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল চাকমা জাতি। উপজাতি, আদিবাসী, প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচয়ে তাদের চিহ্নিত করা হয়। এর কোনটি সঠিক তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও চাকমা জাতির স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত। তারা কয়েক শতাব্দী ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করছেন। রাজমাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ছাড়াও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে; ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল রাজ্যে এবং মায়ানমারে চাকমারা বসবাস করছেন। তাদের আদিপুরুষগণ চম্পকনগর—তা মায়ানমার, আসাম, ত্রিপুরা, মালয়, হিমালয়ের পাদদেশের যে চম্পকনগরই হোক—থেকে মায়ানমার, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে সাময়িকভাবে স্থিতি লাভ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন।

চাকমারা মূলত মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী হলেও তাদের ভাষা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত নয়-ইন্দো-ইউরোপিয়ান পরিবারভুক্ত। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন চাকমা ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, 'ওঃ is almost worthy of the dignity of being classed as a seperate language.' (Grierson 1903:321) চাকমা ভাষা ইন্দোআর্য শাখার অন্তর্ভুক্ত বলে বাংলা, অহমিয়া, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার শব্দের সঙ্গে তার শব্দের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাভাষীদের পক্ষে চাকমা ভাষা বোঝা কঠিন ব্যাপার নয়।

চাকমা জাতির প্রাচীন লোকসাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। চাকমা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা হল—গীতিকা, বারোমাসি, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা, উভাগীত ও পালাগান, রূপকথা, কিংবদন্তি ইত্যাদি।

দুই

লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা প্রবাদ। প্রবাদ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল প্র-√বিদ্+ঘঞ। প্র উপসর্গ যোগে বিদ্ ধাতুর সঙ্গে ঘঞ প্রত্যয় যোগে শব্দটি সাধিত হয়েছে। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল-উচ্চারণ করা বা কথা বলা। আশুতোষ দেব 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' গ্রন্থে প্রবাদ শব্দের অর্থ লিখেছেন-'জনশ্রুতি, জনরব, কিংবদন্তী, চলতি কথা, পরম্পরাগত উক্তি, অপবাদ, প্রকৃষ্টবাদ (কথন)' (দেব ১৯৭৬ : ৭৭৯)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ প্রবাদ শব্দটি প্রসঙ্গে

লিখেছেন-‘পরস্পর কথোপকথন; সম্ভাষণ, পরস্পরাভিঘাত অন্যান্য স্পর্ধা, লোকাপবাদ, লোকনিন্দা, পরস্পরাগত বাক্য, প্রসিদ্ধ লোকবাদ, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ইত্যাদি অর্থে প্রবাদ শব্দটি প্রযুক্ত হয়।’

ইংরেজিতে প্রবাদকে বলে চৎড়াবৎন. এই শব্দটি ল্যাটিন চৎড়াবৎনরঁস শব্দটি থেকে এসেছে। চৎড় অর্থ পূর্ব আর Verbum অর্থ শব্দ। প্রবাদকে ‘লোকোক্তি’ বা প্রবচনও বলা হয়। সংস্কৃতে প্রবাদকে বলা হয় ‘সুভাষিতম’ অর্থাৎ সুন্দরভাবে কথিত শব্দ। পালিতে বলা হয় ‘সু-ভাষিতো।

প্রবাদের নানা সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। নানা বিশ্লেষণও দেয়া হয়েছে। যেমন—

১. ‘প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাবিভ্যক্তি, ইহা এক দিক দিয়া যেমন প্রাচীন, আবার তেমনই অন্য দিক দিয়া আধুনিক, ইহা পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রাচীন আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়া আধুনিক।’ (ভট্টাচার্য ২০০৫ : ৫০০)

২. ‘একটি জাতির প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মা, সেই জাতির প্রবাদের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়।’ (ইধপড়হ, দুলাল ১৯৮০ : ১৫)

৩. Proverbs are the daughters of daily experiences.

৪. One man's wit and all men's wisdom.

৫. ‘প্রবাদ মানুষের পরিবেশ ও জীবন পর্যবেক্ষণের এবং প্রকাশের এক সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি।’ (দুলাল ১৯৮০ : ১৫)

৬. ‘মানব জীবনের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবাদ ও প্রবচন পরিবৃদ্ধি লাভ করে আসছে। বিরাট বিস্তৃত বিপুল পৃথিবী-নানা ধর্ম-নানা জাতি-নানা সামাজিক ও সাংসারিক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ পরিবর্ধিত হয়, কাজেই তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রবাদও বহু বিচিত্র। জার্মান দেশে প্রবাদ সম্বন্ধেও একটি প্রবাদ আছে : As the country, so the proverb-অর্থাৎ যেমন মানুষ তেমনি প্রবাদ। প্রবাদের মাধ্যমে একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে আবিষ্কার করা যায়।’ (আশরাফ ১৯৯৫ : ২৫)

৭. ‘আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই প্রবাদের উৎপত্তি। এক একটি প্রবাদ অনেকখানি অভিজ্ঞতার নির্যাস। একদিন একজন নিজের অভিজ্ঞতা হইতে নিজের চিন্তার ফলে, একটি সুন্দর ভাব একটি সুন্দর কথায় ব্যক্ত করিল-যাহারা গুনিল তাহাদের মনে ইহা বিধিয়া গেল। তারপর উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহারা ইহার প্রয়োগ করিতে লাগিল। যার জন্ম দু’চার জনের মধ্যে তাহা ক্রমশঃ সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িল। একের অভিজ্ঞতায় ইহার জন্ম, বহুর ব্যবহারে ইহার জীবন।’ (শশিমোহন ১৯৭০ : ক. ভূমিকা)

৮. ‘বাস্তবজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার নির্যাস হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং কোন না কোন অর্থ দ্যোতনার স্বাক্ষরবাহী যেসব সত্যপ্রিয়ী সংক্ষিপ্ত কথা গভীর ব্যঞ্জন সহকারে কালান্তরেও মানব সমাজের ভেতর জীবন্ত অবস্থায় চালু থাকতে পারে,

সাধারণতঃ সেসব কথাকেই প্রবাদ প্রবচন নামে অভিহিত করা যায়।' (আসাদ্দর ২০০৩ : ১৯৩)

৯. 'প্রবাদগুলোতে সাধারণতঃ সরলতা, সংক্ষিপ্ততা, বাস্তবতা, রসিকতা, ব্যঙ্গনাময়তা প্রভৃতি গুণ থাকে। প্রবাদের একটা সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন না হইলেও খুব সহজ নহে। তবে কোন দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অন্তরের গভীর অনুভূতি হইতে সমুৎপন্ন সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত ব্যঙ্গনাময় প্রচলিত বাক্য বা বাক্যসমষ্টির নাম প্রবাদ, এরূপ বলা যাইতে পারে।' (পাঠান ১৯৭৬ : ভূমিকা ১)

১০. 'প্রবচন বা প্রবাদ বাক্যগুলি এক একটি স্থানের জলমাটি বাতাসে পরিপুষ্ট অপূর্ব সম্পদ। ইহাদের আশ্রয় মানুষ এবং অবলম্বন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা। ঘটনাগুলি হইতে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা কখন কৌতুকের মাধ্যমে; কখন গাষ্টীর্থপূর্ণ বাণীতে অতি অল্পকথায় ব্যক্ত হইয়াছে। মৃদু রসিকতা কখন সকৌতুক গাষ্টীর্থ কখন বিদ্রূপাত্মক রসপরিবেশন এই প্রবচনগুলির রীতি।' (শিবপ্রসন্ন ১৩৬৮ : ৭৪)

১১. 'কালাতিক্রান্ত সত্যশ্রয়ী উচ্চারণই প্রবচন।' (মনিরুজ্জামান, আসাদ্দর ২০০৩ : ১৯৬-এ উদ্ধৃত)

১২. 'প্রবাদের বহিরঙ্গে দণ্ডলতের জওলুস না থাকিলেও ইহাদের অন্তরঙ্গ রসমাধুর্যে ভরপুর। দৈনন্দিন কার্যে অভিজ্ঞতার অনন্যসাধারণ প্রকাশে ইহারা অপরিসীম তাৎপর্যের ভাণ্ডার। মানব জীবনের অনেক নিগূঢ় রহস্য ইহাদের মধ্যে সহজ বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। স্বল্প কথায় এত ভাব প্রকাশ করা এবং এত সহজে জনপ্রিয়তা অর্জন করা এক প্রবাদ ভিন্ন অন্য কোন গল্প কবিতা কিংবা গীতিদ্বারা সম্ভব হয় নাই।

প্রবাদগুলি জাতির অন্তরের পরিচয় বহন করে। বলা হয়-As the proverb so the people. বাস্তবিক প্রবাদ জাতীয় চরিত্রের হুবহু প্রতিচ্ছবি। একটি জাতির বুদ্ধিমত্তা, কর্মকুশলতা ও চিন্তাধারার পরিচয় মিলে তাহাদের প্রবাদ সাহিত্যে।' (পাঠান ১৯৭৬ : ৭)

১৩. 'অনুভূতিপ্রবণ মানব মনেন্দ্র অভিজ্ঞতা হতে প্রবাদের জন্ম। প্রবাদকে খণ্ড জ্ঞানভাণ্ডার বলা চলে। এক একটি প্রবাদবাক্য হীরার টুকরার ন্যায় দামী। সাগরের বুকে যে রূপ মণিমুক্তা লুঙ্কায়িত থাকে তেমনি মানবমনের গহীনে যুগযুগ ধরে সঞ্চিত হয় প্রবাদ রূপ রত্নরাজি। প্রবাদের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি চিরন্তন জ্ঞানের কথা, অজানা রহস্যের কথা, আনন্দঘন হাস্যরস ও কৌতুকের কথা-যা মনকে সাময়িক আনন্দে উৎফুল্ল করে তোলে। তাই প্রবাদবাক্য যে রূপ আনন্দের খোরাক, তেমনি এর উপদেশমালা চিন্তার খোরাকও বটে। দেখা যায়, পল্লীর প্রবীণ লোকেরা কথায় কথায় প্রবাদ আওড়ান। এগুলো যেন তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে তাঁদের মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে রাশি রাশি প্রবাদ প্রবচন। স্থান কাল পাত্র ভেদে কোথায় কোনটা প্রযোজ্য অন্তর ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে তাঁদের আদৌ বেগ পেতে হয় না। এ থেকে তাঁদের ভাণ্ডার যে কত সমৃদ্ধ তা সহজেই আন্দাজ করা যায়।' (সরদার ১৯৮১ : ১৪৮)

তিন

প্রবাদের উৎপত্তি হয়েছে সুপ্রাচীন কালে। সঠিক করে দিনক্ষণ বলা সম্ভবপর নয়। 'ব্যক্তি বিশেষের জীবনের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা হইতে তাহার মনেই কোন সময় একটি তাৎপর্যমূলক বাক্যের উদ্ভব হয়। সে তাহার নিজের ভাষায় তাহা সমাজের মধ্যে ব্যক্ত করে। সমাজের দশজন তাহা শুনিয়া যদি বুঝিতে পারে যে অনুরূপ অভিজ্ঞতা তাহাদের জীবনেও কোনদিন সম্ভব হইয়াছিল, কিংবা হইতে পারে, তখন বাক্যটি তাহারাও গ্রহণ করে—তাহাদের দশজনের মুখে পড়িয়া বাক্যটির একটি সুমার্জিত রসরূপ প্রকাশ পায়, অবশ্য এই রসরূপ যে দশজনই দিয়া বাকে, তাহা নহে—দশজনের মধ্য হইতে একটি বিদগ্ধ মনই ইহার এই রসরূপটির পরিকল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে সত্য এবং রসের যে আবেদন থাকে, তাহার জন্যই একজনের প্রদত্ত রসরূপটি দশজন সহজেই গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার এই রসরূপটিই তখন সমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করে; শ্রুতি পরম্পরায় তাহাই সমাজের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া যায়—ইহাই প্রবাদ।' (ভট্টাচার্য ২০০৫ : ৫০০)

প্রবাদ মৌখিক সাহিত্যের একটি শাখা। মানবসভ্যতার উষা লগ্নেই এর উৎপত্তি হয়েছিল বলে ফোকলোরবিদগণের ধারণা। লেখা প্রচলিত হলে প্রবাদও লিখিতরূপ লাভ করে। ঋগ্বেদের যুগে (৪৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রবাদবাক্য প্রচলিত ছিল। সংবাদসূক্তে উর্বশীর উক্তি (১০/৯৫/১৫) হল—

ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি

সালাব্কাণাং হৃদয়ান্যেতা ॥

(নারীর সঙ্গে সখ্য নেই, নারীর হৃদয় হচ্ছে সালাবৃক্ষের ন্যায়।)

ঋগ্বেদ ছাড়া অন্যান্য বেদ, পঞ্চতন্ত্র, প্রভৃতিতেও প্রবাদবাক্য আছে। ৩৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরে প্রচলিত প্রবাদ Book of the Dead গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। আনুমানিক ৩০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে Ptah Hotep তাঁর প্রচারিত উপদেশালীতেও প্রবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম প্রবাদ সংগ্রাহক হলেন গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টোটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। ধর্মপদেও প্রবাদবাক্য আছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণসহ বিভিন্ন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থাদিতে প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও প্রবাদ বাক্য লক্ষণীয়। যেমন—

১. অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।

২. দুহিল দুধু কি বেটে সামাঅ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেও প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের 'অনুদামঙ্গল' কাব্যের কতিপয় পদ প্রবাদ বাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন—

১. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

২. হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।

৩. মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।

‘বাংলার লোকসাহিত্য’ ষষ্ঠখণ্ড (পৃ. ২৭) গ্রন্থে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ‘আদিম সমাজ (Primitive Society), উপজাতির সমাজ (tribal society) কিংবা লোকসমাজের নিম্নতম স্তরে প্রবাদ সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।’ উক্তিটি প্রমাণ করে ‘মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।’ কারণ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে লোকসমাজের নিম্নতম স্তরে প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। সিলেটের নিরক্ষর লোককবি রচিত বারমাসী গানে প্রবাদের সন্ধান মিলে। যেমন—

১. আ’সি মুখে কইলে কথা দুশমন অই যায় দুছ।

২. কান্দে পুতে বুনি খায় খুজলে দাও পায়

না অইলে হাজিপড়ি কে কারে জিকায়।

৩. কামাইল ধন খাউরা মিলে সঙ্গে যাউরা নাই। ইত্যাদি

আদিম সমাজ ও উপজাতীয় সমাজে প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। চাকমা, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি জনগোষ্ঠীতে উন্নত মানের প্রবাদ বাক্য প্রচলিত রয়েছে। যেমন—

রাজবংশী প্রবাদ : ছাওয়ায় চিনে বাপ, মন চিনে পাপ।

(ছেলে চেনে বাপকে, মন চিনে পাপকে)

চাকমা প্রবাদ : যার বাপরে কুইরে খায়, তার পুয়া ঢেউ দেইলে দরায়।

(যার বাপকে কুমিরে খায়, তার ছেলে ঢেউ দেখলে ভয় পায়)

গারো প্রবাদ : সাল রাম অ রাজা জক, চিত্ত সুও তাল জাজক।

(অসুখী রাজার চেয়ে গরিব প্রজা ভালো)

প্রবাদ প্রবচনকে চাকমারা বলে ‘দাগ কথা’ অর্থাৎ ডাকের কথা। বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান তাঁর ‘চাকমা প্রবচন বাগ্‌ধারা ও ধাঁধা’ (২০০৫) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, ‘আমাদের চাকমা সমাজে বহু ‘দাগকথা’ (প্রবচন) ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এগুলো আমরা এখন ভুলতে বসেছি। গ্রামাঞ্চলে মেলা মজলিশে হঠাৎ করে এখনো যা দুয়েকটা দাগকথা কানে আসে। বলাবাহুল্য যে গাঁয়ের বুড়োবুড়ীরাই শুধু এখন এসবের ধারক আর বাহক। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে দাগকথাগুলো উন্নত জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। সব জাতের মধ্যে দাগকথা পাওয়া যায় না। সে হিসেবে চাকমারা এখন উপজাতি আখ্যায়িত হলেও দাগকথাগুলি নিঃসন্দেহে তাদের সুপ্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দেয়। ... চাকমা দাগকথাগুলো খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। অল্প কিছু দাগকথা বাংলা ভাষা থেকেও এসে গেছে। সেগুলো সহজে চেনা যাবে। নিখুঁত চাকমা দাগকথাগুলো পরিপূর্ণ চাকমা ভাবধারা মতে গঠিত।’

যে জাতির লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ সে জাতি উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। চাকমা জাতির লোকসংস্কৃতির সকল দিকই সমৃদ্ধ। তাদের প্রবাদ প্রবচন প্রমাণ করে তারা একটি প্রাচীন জাতি, প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

সতীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর 'চাকমা জাতি' (কলকাতা ১৯১৫) গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদ-এর দ্বিতীয়াংশে চাকমা প্রবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ সহ পঞ্চাশটি চাকমা প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। তিনিই প্রথম চাকমা প্রবাদ সংগ্রাহক ও সংকলক।

'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' (১৯৬৯) গ্রন্থে বিরাজমোহন দেওয়ান চাকমাদের 'ডাগর কদা'র উল্লেখ করে ভাবার্থসহ বারটি চাকমা প্রবাদ সংকলন করেছেন।

বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান দীর্ঘদিন ধরে চাকমা প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন, বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ১৪৫টি দাগকথা বাংলা একাডেমীতে পাঠিয়েছিলেন। ১৪৩টি দাগকথা বাংলা একাডেমী গ্রহণ করে (সূত্র পত্র সংখ্যা ১০০৪২/বা/এ তারিখ ৮/৫/৭৪ইং)। তাঁর সংগৃহীত 'দাগকথা' ১৯৮৪ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রাধিকার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'গিরিনির্বর' ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ২০০৫ সালে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাষ্ট্রাধিকার থেকে প্রকাশিত তাঁর 'চাকমা প্রবাদ প্রবচন বাগধারা ও ধাঁধা' (প্রকৃতপক্ষে হবে ধাঁধা) গ্রন্থে তাঁর সংগৃহীত ৩৮৬টি চাকমা প্রবাদ সংকলিত হয়েছে।

সুগত চাকমার 'চাকমা পরিচিতি' (১৯৮৩) গ্রন্থে পাঁচটি এবং 'বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য' (২০০২) গ্রন্থে সতেরটি চাকমা প্রবাদ বঙ্গানুবাদ সহ সংকলিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চাকমার 'চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি' (১৯৯৮) গ্রন্থে ভাবার্থ সহ তেরটি চাকমা প্রবাদ সংকলিত হয়েছে।

চাকমা প্রবাদ নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন ড. দুলাল চৌধুরী। তাঁর 'চাকমা প্রবাদ' (কলকাতা ১৯৮০) গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে চাকমাদের বিস্তারণভূমি, চাকমা জাতি ও সমাজ, লোকাচার, প্রবাদের উৎস, প্রবাদের সংজ্ঞা, প্রবাদের বিকাশ, রূপ ও রীতি, প্রবাদে সমাজচিত্র, প্রবাদের ছন্দ এবং উৎস থেকে মোহনায়। এ গ্রন্থে তিনি ৩৯৪টি চাকমা প্রবাদ, ৯০টি চট্টগ্রামের প্রবাদ এবং পরিশিষ্টে ২২টি চাকমা প্রবাদ (ত্রিপুরা) ও ১০০টি চট্টগ্রামের প্রবাদ সংকলন করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যথার্থই বলেছেন 'প্রবাদ মানুষের প্রাজ্ঞমনস্কতার স্বর্ণফসল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয় একদিন সামাজিক মানুষ আয়ত্ত করলো তারই ফলশ্রুতি প্রবাদ। গ্রামীণ মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে নিজের পরিবেশ, প্রকৃতি, সমাজ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তারই সংক্ষিপ্ত বাণী প্রবচন। কাল প্রবাহে ও লোকসমাজের স্মৃতি বাহিত হয়ে নানা ঘাত প্রতিঘাত বা উত্থান পতনে প্রবাদ আরো জীবনদর্শন ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রাম্যমানুষের মুখ নিঃসৃতবাণী বলেই প্রবাদের ভাষাও হয়েছে গ্রাম্যভাষায় অনুবর্তী। সেই জন্য প্রবাদ প্রবচন লোকভাষার যথার্থ নিদর্শন। আঞ্চলিক সমাজজীবনের বহু অমূল্য উপকরণ বিধৃত হয়েছে প্রবাদে। প্রবাদকে মানব সমাজের প্রত্নসাহিত্যও বলা চলে।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রবাদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ...প্রবাদ প্রবচন আদিতে ছিল কাহিনীমূলক। জীবনসম্পৃক্ত গল্প বা কাহিনী কালক্রমে হারিয়ে গিয়ে শুধু সেই গল্পের বা জীবন বৃত্তান্তের নির্যাসটুকু আমাদের লোকসাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক কোমজাতির সমৃদ্ধ প্রবাদ প্রবচন রয়েছে। ধাঁধা প্রকর্ষিত মনন ও দর্শনের ফলশ্রুতি। যে কোন জনগোষ্ঠী বা লোকসমাজে প্রবাদ বা ধাঁধা সহজলভ্য নয়। সুতরাং চাকমা সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনগুলি তাদের উন্নত সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচয় বহন করে।' (দুলাল ১৯৮০ : ১৯-২০)

ড. দুলাল চৌধুরী চাকমা প্রবাদকে সাতভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা কৃষিমূলক, পশুপক্ষী বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক, ধর্ম বিষয়ক, সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক, দেহ ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক এবং বিবিধ (উৎস, পার্বণ, বিবাহ, চুরি ইত্যাদি)। এই শ্রেণীকরণ যৌক্তিক।

ছয়

প্রবাদবাক্যে একটি জাতির জীবন চর্যার সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। চাকমা সমাজে প্রবাদের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অনেকটি প্রবাদ বাংলা বা ইংরেজি প্রবাদের সঙ্গে তুলনীয়। আবার কিছু প্রবাদ আছে চাকমা সমাজের একান্ত নিজস্ব। যেমন—

ক. আরাত আরা আবুঝে

খ. অবুরে উবুরে বৌইয়ার যায়
কলগ মাদিয়ে থান ন পায়।

গ. রনু খাঁ আমল মিধা।

একটি সংস্কৃতিবান জাতি বলেই চাকমাদের নিজস্ব প্রবাদ প্রবচন সৃষ্টি হয়েছে।

চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সেখানেও বিয়ের পর নারী স্বামীগৃহে চলে যায়। সেই বাড়িই তার নিজের বাড়ি। তখন বাপের বাড়ির চেয়ে স্বামীর বাড়ির স্বার্থরক্ষাই তার কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে চাকমা সমাজে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ—

যে নত্ উধে সে ন পানি ঝেজে।

অর্থাৎ যে নৌকায় উঠে, সে নৌকার পানি সেচন করে। নৌকার আরোহীকে নৌকা রক্ষা করতে হয়। তাই নৌকার ছিদ্র দিয়ে পানি উঠলে তা অপসারণের দায়িত্ব আরোহীর। সংসারে পরিবার হল নৌকাসদৃশ। পরিবারের সকল স্বার্থ সংরক্ষণ, পরিবারের সকল সদস্যের ভালোমন্দের সঙ্গে সে তখন জড়িয়ে পড়ে। কাজেই এ পরিবারের স্বার্থ তাকে সংরক্ষণ করতেই হয়।

শ্বশুরবাড়ি নারীর জন্য এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। বাপের বাড়ির চির পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে নারীকে নতুন পরিবেশে নতুন জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হতে

হয়। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ও রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে তাকে নতুন অভ্যাস ও রীতিনীতি গ্রহণ করতে হয়। এ সময় স্বামীর পরিবারের লোকজনের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সহায়তা কেউ লাভ করে, কেউ লাভ করে না। শাশুড়ি ও ননদিনীর সঙ্গে নতুন বৌয়ের সম্পর্ক ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরামের কাব্যে আছে। কালকেতু ফুল্লরাকে বলেছে—

শাশুড়ি ননদী নাই নাই তোর সতা
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলে রাতা।

শাশুড়ি বৌকে সরাসরি কোন কিছু না বলে অনেক সময় তার কুমারী মেয়ের উপর প্রয়োগ করে ইঙ্গিতে বৌকে শিক্ষা দান করে থাকেন। আর এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে প্রবাদ ‘ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো’। প্রাচীন চাকমা লোকসমাজের শাশুড়িগণও বৌদের সঙ্গে এমনি আচরণই করতেন। তাই সৃষ্টি হয়েছে—

ঝিয়্যার মারি বৌরে শিগায়।

নারীর অপরিমিত আহার আমাদের দেশে চরম নিন্দনীয়। চাকমা সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। এ ব্যাপারকে নিন্দা করেই প্রবাদ রচিত হয়েছে—

মিলা রেক্ষচ্ পিলা দাঙুর।

অর্থাৎ স্ত্রীলোক পেটুক হলে বড় হাঁড়িতেই রান্না চাপানো হয়ে থাকে। অবশ্য বড় হাঁড়িতে রান্না করা খাবার কেবল মহিলারাই গ্রহণ করেন না, পুরুষেরাও গ্রহণ করেন। কিন্তু পুরুষের অধিক আহার্য গ্রহণ দোষের হয় না। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এটাও লক্ষ্য করেছিলেন। কালকেতুর শয়ন ও ভোজন সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

শয়ন কুৎসিৎ বীরের ভোজন বিটকাল
গ্রাসগুলি তুলে যেন তে আঁটিয়া তাল।

পুরুষের অধিক আহার দুষণীয় নয়। কাজেই মোটা হাঁড়িতে রান্না করার দোষতো নারীকে বহন করতেই হবে। তাই রাক্ষস অভিধাতো তার কপালে জুটবেই।

বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করা চাকমা সমাজে বৈধ। বড় ভাইয়ের স্ত্রী ও দেবর হচ্ছে ‘খেল্যা কুদুম’ অর্থাৎ তাদের মধ্যে রয়েছে ঠাট্টার সম্পর্ক। ‘দেবর’ শব্দটি দ্বিতীয় বর থেকে সৃষ্ট বলে অনেকের ধারণা। আর হয়তো এ কারণে প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে

ভোজ কদে আধা মোগ।

অর্থাৎ ভাজ(বড় ভাইয়ের স্ত্রী) বলতে অর্ধেক স্ত্রী। কিন্তু ভাজের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ দুঃখের কারণ হতে পারে। লোকবিশ্বাস ও লোক অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে এই প্রবাদটি—

ভোজ আঝায় মোগ গেল
মোগ আঝায় ভোজ গেল।

অর্থাৎ ভাজের আশায় স্ত্রী গেল, স্ত্রীর আশায় ভাজও গেল। দু'নায়ে পা দেয়ার ফল এমনই হয়। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত না থেকে ভাজের অনুগত হলে স্ত্রী হারানোর সম্ভাবনা থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ভাজও হাতছাড়া — উভয় কূল হারানো।

স্ত্রীকে অর্ধাস্ত্রী বা ইবঃবৎ যথেষ্ট বলা হয়। বস্ত্রত পুরুষের জীবনে পূর্ণতা লাভ হয় দার পরিগ্রহণে। মনমত স্ত্রী লাভ সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। কিন্তু অনেকের ভাগ্যে যথাসময়ে বৌ জোটে না। বয়স বেশি হয়ে গেলে যেন তেন একটি পাত্রী গ্রহণেও আপত্তি থাকে না। চাকমা প্রবাদে বলা হয়েছে—

নেই মোগতুন কান মোগ ভালা

সবায় ন পাধে রাজাঝি ভালা।

অর্থাৎ মোটেই স্ত্রী না জোটার চেয়ে কানা স্ত্রী জোটা ভাল। আর সেটিও না জুটলে রাজকন্যাও ভাল। এখানে রাজকন্যা বলতে কাজ না জানা অকর্মণ্য নারী বোঝানো হয়েছে।

চাকমা সমাজে নারীরা পুরুষদের চেয়ে কঠোর পরিশ্রম করে। গৃহকর্ম তো নারীদের অবশ্য করণীয়। এসব দায়িত্ব পালন করার পরও জুমচাষ, বাজার করা, পানি ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের মতো কঠোর কায়িক শ্রম তাদের করতে হয়। রাজকন্যাতো এরূপ শ্রম করতে পারে না। তাই অকর্মণ্য নারী বোঝাতে রাজকন্যা শব্দটির প্রয়োগ।

স্ত্রী ভাগ্যে ধন আর পুরুষের ভাগ্যে জন। যেমন পুরুষ তেমন স্ত্রী ভাগ্যে জোটে। এর থেকেই প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে—

যার লাগ তার ভাগ।

সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব বেশি। বাংলা প্রবাদে আছে 'মা গুণে ঝি, গাই গুণে ঘি' চাকমা সমাজেও এই সত্যতা উপলব্ধ হয়েছে। এর প্রমাণ এই প্রবাদটি—

বাপ চা পুত চা

মা চা ঝি চা।

অর্থাৎ ছেলে বাপের মত আর মেয়ে হয় মায়ের মত। এ জন্য বিয়ের সময় কনের মায়ের গুণ বংশ প্রভৃতি দেখা হয়ে থাকে। কনের উপর মায়ের প্রভাব যে বেশি থাকে প্রবাদ বাক্যে তা স্বীকৃত। কিন্তু সৎমা? সৎমা বলতে চাকমা প্রবাদেও নেতিবাচক উক্তি পাওয়া যায়।

সাদা গা কলে আদাঙা উরে।

অর্থাৎ সৎমা বলতে আত্মা খাঁচা ছেড়ে চলে যায়।

সাত

গ্রামীণ চাকমা সমাজের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় কৃষি কাজ। কৃষি বলতে জুম চাষ। তাই কৃষি ও জুম চাষ বিষয়ক বেশ কিছু প্রবাদ চাকমা সমাজে প্রচলিত আছে।

অখে খাং; আর জুমত উধে।

যা খুব খাই, তা আবার জুম ক্ষেত্রে এমনিই হয়। জুম ক্ষেত্রে সব ফসলের চাষ হয়। এককালে জুমচাষে চাকমাদের যে জীবিকা ভালভাবে নির্বাহ হত, প্রবাদটি তারই সাক্ষ্য দেয়।

আষাঢ় মাস কলার চারা রোপণের উত্তম সময়। এসময় কলার চারা রোপণ করলে ঝাড় বড় হয়। এত বেশি কলা উৎপন্ন হয় যে তা খেয়ে শেষ করা যায় না, বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে হয়। তাই সৃষ্টি হয়েছে চাকমা প্রবাদ—

আঝার কলা বাজারত যায়।

কলা চাষের জন্য কার্তিক মাসও উত্তম। এ সময়ে লাগানো কলার ঝাড় এত ঘন যে হাতিতে তা ঠেলতে পারে না। অর্থাৎ—

কাতির কলা আহতিয়ে খেলি ন পারে।

চাষবাস করাকে চাকমারা উত্তম কাজ মনে করেন। তাই সৃষ্টি হয়েছে প্রবাদ—

এক তুলে খেদে

আর তুলে পুদে।

ভোজনবিলাসীরা পুরানো জুম ক্ষেতের বেগুন দিয়ে ঘন্যা মাছের শুটকির তরকারি খুব পছন্দ করেন। তার প্রমাণ আছে একটি প্রবাদে—

এহরা মাছ দাবানা সাচ

রান্যা বিগুন ঘন্যা মাছ।

খড়ে যতক্ষণ ধান থাকে ততক্ষণ নাড়াচাড়া করে ধান সংগ্রহ করতে হয়। ধান শেষ হয়ে গেলে খড় নাড়াচাড়া অর্থহীন। একথা বোঝাতে সৃষ্টি হয়েছে প্রবাদ—

ধান নেই খের কি ঝারাঝারি।

ধানকে সেরা ধন বলা হয়েছে ‘ধান সে ধন’ প্রবাদে। ধান যার আছে সে ধনী—

যাতুন আঘে ধান

তা কধানি তান।

চাকমা প্রবাদে লোকজীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। চাকমা প্রবাদ চাকমা জাতির অবশ্যই গর্বের ধন।

চাকমা প্রবাদ সংগ্রহ

১. অজাত্যা কুরা নাগে কানে ফোর
এক ঘরঅ কজ্যা সাত ঘরত্ ওহল্ ।
অজাতের মুরগির নাকে-কানে পালক গজায়, এক ঘরের ঝগড়া সাত ঘরে
ছড়িয়ে পড়ে ।
২. অখে ঋং, আর জুমত উখে ।
যা খুবই ঋই, তা আবার জুমক্ষেতে এমনিই হয় ।
(তুলনীয়-যে ঋয় চিনি, তারে জোগায় চিন্তামণি ।)
৩. অখে দুমঅ পুরা, আরও পুনত্ ঘু ।
এমনিতে ডোমের ছেলে, তার আবার পৌদে মল ।
(ভাবার্থ-ভগ্নস্বাস্থ্য ছেলে, তারপর বিপদ লেগেই আছে, অথবা একে তো
গরিবের পুত, তারপর আবার হাতটানের অভ্যাস ।)
৪. অদং নাজনী বুরী
আর অ পজ্যে ধুলঅ বারি ।
একে তো নাচুনে বুড়ি, আরও পড়েছে ঢোলে বাড়ি ।
৫. অবিদ্যানে রাজারে চজ্যায় ।
অনুপস্থিতিতে রাজার নিন্দাও লোকে করে ।
(তুলনীয়-পেছনে রাজার মাকেও ডাইনি বলে ।)
৬. অর অ কথাত কান ন দ্যঅ
অল্ল খেয়্য, সজাগে রই অ ।
পরের কথায় কান দিও না, অল্ল ঋও, সজাগ থাক ।
৭. অল্ল তেলে মরময্যা ভাজা ।
অল্ল তেল দিয়ে মুচমচে ভাজা । (ভাবার্থ-দুরাশা)
৮. অহক্ কথা কলে আম্মক বেজার
গরম ভাত দিলে বিলেই বেজার ।
হক্ কথা বললে আহম্মক বিরক্ত হয়, গরম ভাত দিলে বিড়াল বিরক্ত হয় ।

৯. আহক চোল ন কারি রঝা চোল ।
এখন খাবারের চাল না কেড়ে রোয়াজার চাল কাড়া ।
(ভাবার্থ-নিজের অপরিহার্য কাজ ফেলে অপরের কাজ করা ।)
১০. অহরিঙ্ক লম্বে চক্ৰা পাগল ।
হরিণের সঙ্গে সমরও উতলা ।
(তুলনীয় সিলেটী প্রবাদ-উদর লগে উলার বুড় দেওয়া । ভাবার্থ-অসম অবস্থার লোককে কোন কাজ করতে দেখে নিজের পক্ষে তা মানানসই না হলেও করা ।)
১১. অহলিবে কাষ্য নামা ।
হেলায় কার্য নাশ ।
১২. অহলে দখ্যা
নলেহু আখ্যা ।
জুটবার হলে বেশি জুটে, নতুবা কিছুই জুটে না ।
১৩. আকলে খদারে চিনে ।
জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে খোদাকে চেনা যায় ।
১৪. আগাজ্জআ চান তারা
পুনঅ কেশ করা ।
আকাশের চাঁদতারা আর পাহার বিষ ফোঁড়া । (বিষম তুলনা)
১৫. আগে খায় আগে খায়
তা লাগত ক্য ন পায় ।
আগে খেয়ে যে আগে চলে যায় তার নাগাল কেউ পায় না ।
১৬. আগে গেলে বাঘে খায়
পিছে গেলে সনা পায় ।
আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে সোনা পায় ।
১৭. আগুনঅ কুরে ঘী ন থয় ।
আগুনের কাছে ঘি রাখা হয় না ।
১৮. আগুনত্ দিলে মরা গুণনিবয্য তিন পাক খায় ।
আগুনে দিলে মরা শূটকি মাছও তিন পাক খায় ।
(ভাবার্থ : আত্মরক্ষার চেষ্টা সকলেই করে ।)
১৯. আগে কাবজ্যার আঘে জার
নেই কাবজ্যার নেই জার ।
যার কাপড় আছে (বা কেনার সামর্থ আছে) তার শীত বেশি লাগে, যার কাপড় নেই (বা কেনার সামর্থ নেই) তার শীত কম লাগে ।

২০. আঝার কলা বাজারত যায় ।
আষাঢ় মাসে রোপণ করা কলা বাজারে যায় । (খেয়ে শেষ করা যায় না) ।
২১. আঝি পার অহ্লে পাজি ।
আশি বছর বয়স পার হলে পাজি হয় (অর্থাৎ মেজাজ রক্ষ হয়) ।
২২. আন্ধনভুন বিগুন চেং ।
বোঁটায় না ধরে বেগুনের মাঝখান থেকে আরেকটা ছোট্ট বেগুন বের হবার মত । (তুলনীয় : উড়ে এসে জুড়ে বসা ।)
২৩. আন্ধা গরু খদা রাকখোল ।
অন্ধ গরুর রাখাল স্বয়ং খোদা । (যার কেউ নেই তাকে সৃষ্টিকর্তা রক্ষা করেন ।)
২৪. আমন আন্দাজ পাগলে বুঝে ।
নিজের আন্দাজ (কল্যাণ) পাগলেও বোঝে ।
২৫. আমন বুদ্ধি সনা পোরেয়্যা বুদ্ধি রাং
আরাগ্যা পারাগ্যা বুদ্ধি গাজ মাধাং তাং ।
নিজের বুদ্ধি সোনা, পরের বুদ্ধি রাং (স্বল্প মূল্যমানের) পাড়া প্রতিবেশীদের বুদ্ধি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখ ।
(তুলনীয় ঝবষড যবষঢ় রং ঙ্যব নবংঃ যবষঢ়.)
২৬. আমন বুদ্ধি লই তরে
পরর বুদ্ধি লই মরে ।
আপন বুদ্ধিতে কার্যসিদ্ধি এবং পরের বুদ্ধিতে মৃত্যুবরণ করে ।
২৭. আমন মাধা ফেজা ক্যয় ন দেখে ।
নিজের মাথার ময়লা কেউ দেখে না । (অর্থাৎ নিজের দোষ কেউ দেখে না ।)
২৮. আমন লগুন পররেহ্ দি
বাবন্যহ্ মরে আহ্ গরি ।
নিজের পৈতা পরকে দিয়ে ব্রাহ্মণ হা করে মরে (নিজের ধন পরকে দিয়ে অভাবে পড়া) ।
২৯. আমনঅ আন্দাজ বুঝিলে পায় ।
নিজের অনুমানে পরের দুঃখ উপলব্ধি করা যায় না ।
৩০. আমনভুন খেলে খা
পরভুন খেলে চা ।
নিজের থাকে খাও, পরের থাকে চাও ।
৩১. আমনভুন না খেলে দুনিয়ো আন্ধার ।
নিজের (ধনসম্পদ) না থাকলে দুনিয়া আঁধার ।

৩২. আমনে থগিলে বাবরেহু ন কয়।

নিজে ঠকলে বাপকেও বলতে নেই।

৩৩. আমনে ন পায় জাগা

কুস্তা পুখে বাগা।

নিজের থাকার জায়গা নেই, ভাগে কুকুর পোষতে নিয়ে আসে।

৩৪. আরখান্ন দার খা

কাবর ন উরিহ জার খা।

গায়ের জামা মেরামত করতে দিয়ে অকেজো করে কাপড় গায়ে না দিতে পেরে শীত খাওয়া।

৩৫. আরাত আরা আবুখে।

বিপদের উপর বিপদ। 'বর্ষায় নদীতে যখন ঢল নামে তখন স্রোতের মুখে গাছ, বাঁশ ইত্যাদি নানা জঞ্জাল ভেসে আসে। এক কথায় এগুলোকে 'আরা' 'আরাচাক' বলা হয়ে থাকে। এগুলোর কোনো একটা গাছ কিংবা বাঁশ নদীতে কোথাও বেঁধে গেলে পরপর সেখানে আরে কত 'আরা' এসে জমা হয়।

ভাবার্থ : দুর্ভাগ্য কখনও একা আসেনা কিংবা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে একটার পর একটা সৌভাগ্যের উদয় হয়।' (বঙ্কিমকৃষ্ণ ২০০৫ : ১২)

৩৬. আলজি মানজ্যর বর পঝা।

অলস মানুষের স্বভাব বড় বোঝা নেওয়া।

৩৭. আহঘানান্নন ভেরেসো দাঙুর।

মলত্যাগের চেয়ে তার ভুরভুর শব্দ বেশি। (অর্থাৎ কাজের চেয়ে হৈ চৈ বেশি।)

৩৮. আহজ ত্যন দই বাজ ত্যন

গুই এহুরা লই বিগুন ত্যন।

হাঁসের মাংস দিয়ে বাঁশ কড়ুল আর গোসাপের মাংস দিয়ে বেগুনের তরকারি খুব স্বাদ।

৩৯. আহজার কুব ন এক কুবে চেলি।

হাজার কোপে নৌকা, এক কোপে চেলাকাঠে পরিণত হতে পারে। (সামান্য ভুলে বড় কাজ পণ্ড হওয়া।)

৪০. আহজিয়ে রাজিয়ে গুরাবো

নিদিয়ে পুদিয়ে বুরাহুবো।

ছেলেপিলেরা হবে হাসি খুশিময়, বুড়োরা হবে নীতিনিষ্ঠ।

৪১. আহতে পুস্তে কুছু পাদা ধরে।

হাত পুড়তে কচুপাতা ধরে।

(তুলনীয় ঘবপবংরু শহড়িং হড় ষধা।)

৪২. আহুসে আহুসে নলা
গাদে গাদে গলা ।
হাঁটতে হাঁটতে পায়ের হাড় শক্ত হয়, আর গাইতে গাইতে গানের গলা তৈরি হয় ।
৪৩. আহুদ পাঙ্ক আঙুল সঙ্ক নয় ।
হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয় ।
৪৪. আহুদ বাঙোরি খেবরক খায় ।
হাতের খাড়ু ঠোঁকর খায় ।
৪৫. আহুদ কড়ি ঘাদ মাজ ।
হাতের কড়ি, ঘাটের মাছ (সহজলভ্য বস্তু) ।
৪৬. আহদিক পন্দিদে ইজ্জা মাধাৎ ঘু ।
অতিপণ্ডিত তাই চিংড়িমাছের মাথায় মল ।
(তুলনীয়-অতি চালাকের গলায় দড়ি ।)
৪৭. আহদিক পন্দিদে পাদঅ কুরে আহঘে ।
অতিপণ্ডিত পথের ধারে মলত্যাগ করে । (অর্থাৎ পণ্ডিতমূর্খ)
৪৮. আহ দিলে চুদির পুত
ন আহু দিলে চুদির পুত ।
জোরে হাঁটলেও গালি খেতে হয়, আস্তে হাঁটলেও গালি খেতে হয় । (উভয় সংকট)
৪৯. আহুদে বানি ভাদে ন মারে ।
হাতে বেঁধে ভাতে মারতে নেই ।
(তুলনীয়-হাতে মারে তো, ভাতে মারে না ।)
৫০. আহধিক খাতিলে পাতিল ভাঙে ।
বেশি খাতিরে পাতিল ভাঙে । (বেশি বন্ধুত্ব তাড়াতাড়ি ভাঙ্গে ।)
৫১. আহুরায় দে মাচ্ছুরা দাঙ্কর ।
যে মাছটি গাঁথা গেল না সেটি বোধ হয় সবচেয়ে বড় ছিল ।
৫২. আহুল কাম্ ছারি কল্ কাম ।
হাতের কাজ ছেড়ে চুল কাটতে যাওয়া । (অর্থাৎ কর্তব্য ফেলে অকাজে লিপ্ত হওয়া ।)
৫৩. ইক্ অহলে কারাহু কারি
দিভা অহলে আরাআরি
তিন্ অহলে আঘাআঘি ।
(সন্তান) একটা হলে কাড়াকাড়ি (মায়ে বাপে), দুটা হলে আড়াআড়ি (তাকে ছেড়ে কাকে কোলে নেবে), তিনটা হলে বিরক্তি আসে ।

৫৪. ইগিম কলা
বাগল ভালা ।
আদরের সাথে দেওয়া কলার খোসাও ভাল ।
৫৫. ঈজার শুরু বাঘে খেই ন পারে ।
হিসাবের গরু বাঘে খেতে পারে না ।
৫৬. উচ্চা মরে একালে
লুচ্চা মরে কালে কালে ।
ভালো মানুষ একবারই মরে, চরিত্রহীন ব্যক্তি বারবার মরে (উভয় কাল হারায়) ।
৫৭. উজ্জু আঙুলে ঘি ন উধে ।
সোজা আঙুলে ঘি উঠে না ।
৫৮. উজ্জোলে ন মরে
বুগিয়ে মরে ।
বারে মরে না, ভারেই মরে । (অল্প করে বোঝা বেশি বার বহনে ক্ষতি নেই,
অতিরিক্ত বোঝা বহন মৃত্যুর কারণ হতে পারে ।)
৫৯. উত্তম পেঝা সাউ সদাগর
মধ্যম পেঝা চাঝা
তাখুন অধম পেক পেয়াদা
সাজন্যা তগায় বাঝা ।
উত্তম পেশা বাণিজ্য, মধ্যম পেশা চাষা, তা থেকে অধম পাইক পেয়াদা, যারা
সন্ধ্যাকালে বাসা খোঁজে ।
(তুলনীয় চাণক্য শ্লোক-‘বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষি কর্মনি,
তদর্দ্ধং রাজসেবায়ং ভিক্ষায়ং নৈব নৈব চ ।)
৬০. উত্তরে মঙ্গলে মঙ্গল নেই ।
মঙ্গলবারে উত্তরে গেলে মঙ্গল হয় না ।
৬১. উবুরুং ধদুরুং
মালাম্যা সুরুঙ ।
এত সরল সে একেবারে অন্তঃসারহীন সুড়ঙ্গের মতই ফাঁপা ।
৬২. উদ্যা মাধা ফুত্যা গেই
তারে দেলেহু যাত্রা নেই ।
যাত্রাকালে ন্যাড়া মাধা কিংবা শোয়া অবস্থায় গাই গরু দেখলে যাত্রা অন্তত ।
৬৩. উবুরে উবুরে বৌইয়ার বায়
কলগ মাদিয়ে থান ন পায় ।
পাহাড়ের উপরে বাতাস প্রবাহিত হলে উপত্যকার মাটি তা টের পায় না ।

৬৪. উল্লা লাগোরি পুগর ব

নগান্ মাথাং দি জুমোরান্ ব ।

উল্টো লাকড়ি, পুবের বাতাস, নৌকাটি মাথায় দিয়ে টোকাটা বাইতে থাক ।
(ভাবার্থ-উল্টো কাজ)

৬৫. উনা ভাদে দুনা বল

অতি ভাদে রঝাঙল ।

উনো ভাতে দ্বিগুণ বল, অতি ভোজনে রসাতল ।

৬৬. উরু মুক যাত্রা

ষে গরে বিধাস্তা ।

তাড়াহড়ো করে যাত্রা করো, বিধাতা যা করার করবেন ।

৬৭. উলং আহুত দি বাদাল্যা যা ।

‘বাদল্যা যাওয়া অর্থাৎ ভাগাভাগিতে ফাঁকিতে পড়া । যখন ফাঁকিতে পড়ে গেছ তখন নিজের কোঁচাটাই চেপে ধরে চলে যাও । বিলম্ব হওয়ার দরুণ কিংবা অপর কোনো কারণে কেউ নিজের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হলে এই প্রবাদ বাক্যটি বলে থাকে ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ১৭-১৮)

৬৮. উলং নেই তেনা

মিদাঙলি ভাদ খানা ।

কোষ ঢাকার কাপড় জোটে না, মিষ্টি দিয়ে ভাত খাওয়া । (দুরাকাজ্ঞা)

৬৯. এক আহুদে মাজ্যা শেল দি আহুদে খুয়েই ন পারে ।

এক হাতে নিষ্কেপ করা শেল যতদূর দিয়ে গাঁথে, দুহাতেও তখন তা টেনে তোলা যায় না ।

(ভাবার্থ-অনিষ্ট করা সহজ, প্রতিকার করা সুকঠিন কাজ ।)

৭০. এক কঝা খেলেয়্য রোন

দি কঝা খেলেয়্য রোন ।

এক কোষ খেলেও রসুন, দুই কোষ খেলেও রসুন ।

(ভাবার্থ-অপরাধ অপরাধই-যা যতই ক্ষুদ্র হোক)

৭১. এক কুবে গাঁজ ন পারে ।

এক কোপে গাছ কাটা যায় না ।

(ভাবার্থ-এক বারের চেষ্টায় কার্যসিদ্ধি হয় না ।)

৭২. এক তুলে খেদে

এক তুলে পুদে ।

ক্ষেত আর পুত্রই উন্নতির সোপান ।

৭৩. এক দিনে জ্বরকাল ন যায় ।

একদিনে শীতকাল যায় না ।

(তুলনীয়-এক মাঘে শীত যায় না ।)

৭৪. এক মুয়ে বিয়াল্লিশ ভাজ ।

এক মুখে বিয়াল্লিশ কথা । (ঘনঘন মত পরিবর্তন)

৭৫. এক মুরোস্তন এক মুরো অজল্ লাগে ।

এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড় দেখলে সেটাকে উঁচু মনে হয় ।

(তুলনীয়-নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,

ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস ।)

৭৬. এক মোক্যা ঝাদি ভাত

দি মোক্যা লাধি ভাত

তিন মোক্যা কবালত্ আহত্ ।

‘যার এক বিয়ে সে সকাল সকাল খেতে পায় । যার দুই বিয়ে পা দিয়ে ঠেলে দেওয়া পাতে ভাত খেতে হয় । আর তিন বিয়ে যার, তার ভাত তো জোটেই না, কপালে হাত দিয়ে শুধু হায়! হায়! করতে হয় ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ৩৩)

৭৭. এক শ্যালর বিজা তনুতনেলে, বেক্ শ্যালর বিজা তনুতনায় ।

এক শেয়ালের কোষে ব্যথা হলে সব শেয়ালেরই তা হয় ।

অর্থাৎ এক শেয়াল ডাকলে, সব শেয়াল ডাকে ।

৭৮. এগা নজ্ত সর্ব দুক্খ ।

দলের মধ্যে একজন দুষ্ট হলে সবার জন্য দুঃখের হেতু হয় ।

৭৯. এগা বুদ্ধি যার, গুণং দরি তার

ছেস্তেরা বুদ্ধি যার, পুনং দরি তার ।

যার একমাত্র বুদ্ধি অর্থাৎ এক বিষয়ে মাত্র জ্ঞান সে (নৌকার) গুণদড়ির ন্যায় কাজ করে থাকে । কিন্তু যার বুদ্ধি বেশি তার মার্গে দড়ি পড়ে অর্থাৎ সে রজ্জুবদ্ধ হয় ।

৮০. এগা সম্য তেল্ নয় ।

একটা সরষেতে তেল হয় না (একতাই বল) ।

৮১. এহখো শুগেলে মোচ্ছ পরাহ ।

হাতি শুকালেও মেঘের সমান ।

(তুলনীয়-মরা হাতি লাখ টাকা ।)

৮২. এহখো ষাদে না দেখে

উন্দুরবো দেখে ।

হাতি যেতে দেখে না, ইঁদুরটি যেতে দেখে ।

৮৩. এহুখে যায়
লেচ্ছান যায় ।
হাতি চলে যায়, কিন্তু তার লেজটা বেঁধে থাকে ।
(তুলনীয়-দিন যায় কথা থাকে ।)
৮৪. এহুদে মোঝে বাঝেলাক কোল
নল খাগারা আহ্বাল ওহল ।
হাতিতে ও মেঘে বিবাদ হল, নলখাগড়া ধ্বংস হল ।
(তুলনীয়-রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায় ।)
৮৫. এহুদো ঘা, পাদা ওসুধ ।
হাতির ঘায়ে পাতা ওষধ । (অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় প্রাপ্তি অতি নগণ্য ।) ।
৮৬. এহুয়া খেইয়া বাঘ দরে খেইয়াছ
চিং খেইয়া বাঘ লাগত পেইয়াছ ।
মাংসখেকো বাঘের ভয়ে পালিয়ে কলজেখেকো বাঘের কবলে পড়া ।
(ভাবার্থ-ছোট শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য বড় শত্রুর কাছে আশ্রয় গ্রহণ ।)
৮৭. এহুয়া কুদা গরবুঅ ।
'মাংস কোটার কাষ্ঠখণ্ড, যে মাংসই হোক না কেন, তার উপরে রেখেই কোটা হয়ে থাকে । দুদলের ঝগড়া বিবাদের মাঝখানে পড়লেও একই অবস্থা ।'-
(দুলাল ১৯৮০ : ২০)
৮৮. এহুয়া পুস্তে শিক্কাধি পুরে ।
মাংস পুড়তে শিকও পুড়ে (শিক কাবাব তৈরি কালে) ।
(ভাবার্থ-আপন জনকে কষ্ট পেতে দেখলে নিজেরও কষ্ট হয় ।)
৮৯. এহুয়া মাছ দাবানা সাচ
রান্যা বিগুন ঘন্যা মাছ ।
মাছ-মাংস, বিশেষত রানের মাংস আর ঘন্যা মাছের গুটিকি দিয়ে পুরানো জুম খেতের বেগুন তরকারি খুব সুস্বাদু ।
৯০. এহুং এলে গাজ তগাতগি ।
হাতি এলে গাছ খোঁজাখুজি (প্রাণ রক্ষার্থে) ।
(তুলনীয়-মৃত্যুকালে হরিনাম ।)
৯১. এহুং কিনি পারে, কাঝি কিনি ন পারে ।
হাতি কেনা যায়, কিন্তু রশি কিনতে পারে না ।
(ভাবার্থ-হাতি কেনা সহজ, কিন্তু প্রতিপালন কঠিন ।)
৯২. এহুং মরা কুলা ধাগি রাঘেই ন পারে ।
মরা হাতি কুলো দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না ।
(ভাবার্থ-কোনো বড় ঘটনা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে পারে না ।)

৯৩. এহং লোই এহং ধরে ।

হাতি দিয়েই হাতি ধরা সম্ভবপর ।

৯৪. কইয়্যারে কইয়্যার তেল লই ভাজে ।

কৈ মাছের তেলে কৈ মাছ ভাজা ।

৯৫. কদালে বুগেদি ন তানি পিঝেদি ন তানে ।

কোদাল বুকে না টেনে পিঠে টানে না ।

(ভাবার্থ-আত্মীয় আত্মীয়ের পক্ষ সমর্থন করাই রীতি ।)

৯৬. কথা নেই কুধি

ম মোক পেদোলি ।

কথা বলার কিছু নেই, তাই বলে ‘আমার স্ত্রী গর্ভবতী’ ।

৯৭. কথারে যিন্দি তানে সিন্দি লামা অহয় ।

কথাকে যে দিকে টানা যায় সে দিকেই দীর্ঘ হয় ।

(ভাবার্থ-বাকচাতুর্যে কথার মোড় ইচ্ছে মত ঘুরানো যায় ।)

৯৮. কথায় কথায় বিয়েই পৈদত্ ভাত্ নেই ।

কথায় কথায় বেয়াইর পেটে ভাত পড়ে না । (গল্পগুজবে খাবার দিতে দেরি হলে প্রযুক্ত ।)

৯৯. কনে জানে সীতা বীতা

আমি মরি মাজ্জঅ চিতা ।

কে জানে কোন সীতা, আমি মরছি মাছের চিন্তায় ।

‘সীতা অন্তেষণের সময় শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বক নাকি এই জবাব দেয় । কাজের তাড়া থাকলে এই প্রবাদটা বলে অন্যের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয় ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ৫৪)

১০০. কবাল্যার কবাল

আকবাল্যায় সিনে চেদবাল ।

ভাগ্যবান সৌভাগ্য ভোগ করতেই থাকে আর কপালপোড়া লোকের কেবলই দুর্ভাগ্য ।

১০১. কবাল্যার ধনেদি যায়

আকবাল্যার জনেদি যায় ।

সৌভাগ্যবানের বিপদ ধনের উপর দিয়ে কাটে আর ভাগ্যহীনের ক্ষেত্রে প্রাণের উপর দিয়ে যায় ।

১০২. কলির ধন ম্যাবাদে যায় ।

কৃপণের ধন এমনিতেই যায় ।

১০৩. কলি যুগত সত্য নেই
বুক চিরি দেখেলেয়া পত্য নেই।
কলি যুগে সত্য নেই। বুক চিরে দেখালেও কারো প্রত্যয় হয় না।
১০৪. কা গরুরে কল্লা ধুমা দেয়।
কার গরুরে কে ধোঁয়া—দেয়।
(তুলনীয়-কার গোয়ালে কে দেয় ধুঁয়া)
১০৫. কাতির কলা আহতিয়ে খেলি ন পারে।
কার্তিক মাসে লাগানো কলার ঝাড় এত ঘন হয় যে হাতিতে তা ঠেলতে পারে না।
১০৬. কাদালেই কাদা খুয়ায়।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা খোলে।
১০৭. কান তানিলে মাথা আসে।
কান টানলে মাথা আসে।
১০৮. কানরে চেং দেখেলে পাব নেই পুন্য্য নেই।
অন্ধকে পুরুষাঙ্গ দেখালে পাপও নেই, পুণ্যও নেই।
১০৯. কানা কুমত্ পানি ন ধালে।
কানা কলসিতে পানি ঢালে না।
১১০. কানেদে পুয়ায় দুধ পায়
না, ন কানেদে পুয়ায় দুধ পায়?
যে ছেলে কাঁদে সে দুধ পায়, না যে ছেলে কাঁদে না সে দুধ পায়?
১১১. কাম দরে ফগির।
কাজ করার ভয়ে ফকির।
১১২. কাম নেই গজুং
বাল নেই ছাজুং।
কাজ নেই যে করবো, চুল নেই যে তুলবো।
(তুলনীয়-‘অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়।’)
১১৩. কালে শোরি, কালে বো।
সময়ে শান্তি, সময়ে বৌ।
(ভাবার্থ-সময়ে শান্তিডিকেও বৌয়ের কথায় চলতে হয়।)
১১৪. কুকি দেজং নুন যেচেদে হয়।
কুকি দেশে লবণ যাচঞা করতে হয়।
১১৫. কুস্তা পরানে ঘী ভাত।
কুকুরের পেটে ঘি ভাত! (অসম্ভব ব্যাপার)

১১৬. কুদুমত কুদুম বানত বান ।

আত্মীয়তার উপর আত্মীয়তা, বন্ধনের উপর বন্ধন ।

১১৭. কুনিয়ার পিথা

কুনিয়ার আধা ।

কোথাকার পিঠা আর কোথাকার আধা ।

(তুলনীয়-কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ।)

১১৮. কুয়া কুরি মন্তন, পানি খেই ন পারে ।

কুয়ো খনন করা মাত্রই পানি খেতে পারে না ।

(তুলনীয়-গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ।)

১১৯. কুরা মুঅত ইজা পজ্যে ।

মুরগির ঝাঁকে চিংড়ি মাছ পড়েছে । ‘মুখরোচক খবর নিয়ে যখন টানাটানি বা লোফালুফি চলে তখন এই প্রবাদটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ১৭)

১২০. কেন্যা দুজ গরে মালা কাবা খায় ।

বাচ্চা শুয়োর দোষ করে (ক্ষেত নষ্ট করে), খাসি করা শুয়োরকে হত্যা করা হয় ।

(তুলনীয়-ছোটর দোষে বড়র শাস্তি ।)

১২১. কেমঅ মাখাদি ঘু বাঝেই দে ।

‘কঞ্চির মাথায় নিয়ে বিষ্টা লেপে দিতে হয় । অর্থাৎ কারো অনিষ্ট করতে হলে নিজে সক্রিয় ভূমিকা না নিয়ে অপরের হাতে করানোই নিরাপদ ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ২৮)

১২২. কায় এক আধু লামিলে আমনে এক রান্ লামা পরে ।

সাহায্যার্থে কেউ এক হাঁটু পানিতে নামলে, তার সাহায্যে কোমর পানিতে নামতে হয় ।

১২৩. খদায় পেত্ দ্যে ভাদ দ্যে ।

খোদা পেট যেমন দিয়েছেন ভাতও দিয়েছেন ।

(তুলনীয়-জীব দিয়েছেন যিনি, আহাৰ দিয়েছেন তিনি ।)

১২৪. খাদি ঝারত বর্ বাঘ যায় ।

ছোট জঙ্গলেও বড় বাঘ থাকতে পারে ।

১২৫. খানাত মেয়্যা দয়্যা ।

‘ভাগ বাঁটোয়ারা করে খাওয়ার মধ্যে মায়া দয়া বা পরস্পরের সম্প্রীতি প্রকাশ পায় । ভিন্ন অর্থে খাবার বেলাই দয়া দেখাতে হয়; কিন্তু কর্তব্য হাসিলের বেলায় অনুদার হতে হয় ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ২৩)

১২৬. খেই দেই বাজিলে তারে কয় ধন
মরি ধরি বাজিলে তারে কয় জন ।
খেয়ে দেয়ে বাঁচলে তারে ধন বলে, মরে ধরে বাঁচলে তারে জন বলে ।
১২৭. খেইত্ ন জাইনলে মরে
বইত্ ন জাইনলে লরে ।
খেতে না জানলে মরে, বসতে না জানলে নড়ে ।
১২৮. খেইন্যায় যে আহুঘে মুদে
তা' ঘরত্ ন যায় বৈদ্যর পুদে ।
যে নিয়মিত খায় ও মলমূত্র ত্যাগ করে, তার ঘরে কোনো বৈদ্যকে যেতে হয় না ।
১২৯. খেই পাল্যে বাবঅ নাং ।
ভালো করে খেতে পরতে পারলে বাপের সুনাম হয় ।
(তুলনীয়-আপনি বাঁচলে বাপের নাম ।)
১৩০. খেই পেলে ফগিরি ভাল
খেই ন পেলে ফগিরা শালা ।
খাবার পেলে ফকির ভাল, খাবার না পেলে ভাল নয় ।
(ভাবার্থ-দুনিয়াতে যতক্ষণ অপরকে দিতে পারা যায়, ততক্ষণ সুনাম, না হলে বদনাম ।)
১৩১. খেইয়্যা সমারে বারইয়্যা ন জিনে ।
ভোজনকারীদের সাথে পরিবেশনকারী কুলিয়ে উঠতে পারে না ।
১৩২. খেদু চেলেহ ধর্ম নেই
ধর্ম চেলেহু খেদ নেই ।
খেতে চাইলে ধর্ম হয় না, ধর্ম চাইলে খাওয়া হয় না ।
১৩৩. খেদ ন খেলে দেন পারাহু ।
'খাবার সংস্থান না থাকলে ডাইনীর মতো । এরূপ লোক বাড়িতে এলেও সবাই চোখে চোখে রাখে পাছে কিছু সরিয়ে নিয়ে যায় । বাংলা প্রবাদ-হাভাতেকে সবাই দূর দূর করে ।' (বঙ্কিমকৃষ্ণ ২০০৫ : ২৩)
১৩৪. খের তলেও সনা খায় ।
খড়ের তলায়ও সোনা খাকতে পারে ।
(তুলনায়-গোবরে পদ্মফুল ।)
১৩৫. খেলে জুরায়
নে, পেলে জুরায়?
পেলেই হয় না, খেলেই প্রাণ শীতল হয় ।

১৩৬. খেলে দিন যায়
ন খেলে দিন যায় ।
খেলেও দিন যায়, না খেলেও দিন যায় ।
১৩৭. গরচ্যা বেজে
ধারচ্যা কাল্যাগা খুজে ।
যার গরজ সে বিক্রি করে, সখের ক্রেতা ধারে ক্রয় করতে চায় ।
১৩৮. গরম ভাতে ক্ষুধা বেজার ।
ক্ষুধার সময় গরম ভাত পেলে ক্ষুধা লোপ পায় ।
(ভাবার্থ-উচিৎ ব্যবস্থায় সকলেই বিরক্ত হয় ।)
১৩৯. গাং কুলে নি ভিজ়েই ভিজ়েই খা ।
নদীর তীরে নিয়ে ভিজ়িয়ে ভিজ়িয়ে খাও । (ভাবার্থ-নিষ্ঠাহীন আশায় ফল নেই ।)
১৪০. গাজ় উবুরে গুই
খুরা ভাত খেই যা তুই ।
গোসাপ এখনও গাছে, খুড়া ভাত খেয়ে যাও ।
(তুলনীয়-গাছে কাঁঠাল গৌফে তেল ।)
১৪১. গাজ় চিনে বাগলে
মানুছ চিনে আকলে ।
বাকল দেখে গাছ এবং বুদ্ধি দিয়ে মানুষ চেনা যায় ।
১৪২. গাজ়তুন আহ্লা পজ়্যে ।
গাছ থেকে লাঠি দিয়ে যেন বেড়াল পড়লো ।
(ভাবার্থ-হঠাৎ অবান্তর চমকপ্রদ কথা শুনানো ।)
১৪৩. গাঝে গাচ বানে
হেঁদে হেত বানে ।
বেত দিয়ে বাঁধা হয় গাছ, হাতি দিয়ে ধরা হয় হাতি ।
১৪৪. গাদত ন আদে গুই, কুলা লেজ়ত বানে ।
গর্তটা গোসাপ ঢোকার মতো প্রশস্ত না, তার উপর গোসাপের লেজে কুলো বাঁধা । (তুলনীয়-আপনি গুতে ঠাই পায় না, শঙ্করাকে ডাক ।)
১৪৫. গিরন্তর সেদাম্ বুঝি চুরে তিন বক্চা বানে ।
'গেরন্তর দৌড় বুঝে চোর তিন বোঁচকা বেঁধে সবকিছু চুরি করে নিয়ে যায় ।
অর্থাৎ গৈরন্ত উদাসীন অথবা অসাবধান হলে দাসী-চাকরেও কাজে ফাঁকি দিতে থাকে । আর বাড়ির এটা ওটা জিনিসপত্র সরাতে শুরু করে ।' (দুলাল ১৯৮০ : ৩)

১৪৬. গিরিগুণে শুকর ফাট্টোয় হয় ।

গৃহস্থের প্রকৃতি অনুসারে শূকর অমিতাচারী হয়ে থাকে ।

১৪৭. গিরজন্তুন চুর দাদ ।

গৃহস্থের চেয়ে চোরের দাপট বেশি । (আশ্রিত কোনো ব্যক্তি প্রভুর চেয়ে বেশি প্রতিপত্তিশালী হলে তাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয় ।)

১৪৮. গিলি ন পারে কাদাত্যায়

ছানি না পারে ছুয়াদত্যায় ।

কাঁটার জন্য গেলা যায় না, খুব স্বাদ বলে ছাড়তেও পারে না ।

(তুলনীয়-সাপের ছুচো গেলার অবস্থা ।)

১৪৯. গুইয়া কবাল সুরুঙৎ

বান্দর কবাল তারেঙৎ ।

গোসাপের কপাল সুরঙ্গে, বানরের কপাল খাড়া পাহাড়ের ধারে গাছের ডালে । (তুলনীয়-‘তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে ।’)

১৫০. গুজ ন খেলে উজ ন যায় ।

গুজ অর্থাৎ কাছা না থাকলে হুঁশ থাকে না ।

১৫১. গুরা জোলেলে লাজ পায়

কুত্তর জোলেলে কামরু খায় ।

ছেলে ক্ষ্যাপালে লজ্জা পায়, কুকুর ক্ষ্যাপালে কামড় খায় ।

১৫২. গুরা নেই ঘরত্ আহস্য নেই

বুরাহ নেই ঘরত্ ধন্য নেই ।

যে বাড়িতে ছোট শিশু নেই সেখানে হাসি নেই, যে বাড়িতে বুড়ো নেই সে বাড়িতে রীতিনীতি নেই ।

১৫৩. গুরা মুএ বুরা কথা ।

ছোট মুখে বড় কথা ।

১৫৪. গুরা লই বুরাহ সং ।

শিশু আর বুড়ো সমান ।

১৫৫. গুরুয়ে যিয়্যা মুদিলে সাগরেদে বেরেই বেরেই মুদে ।

গুরু দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করলে শিষ্য হাঁটতে হাঁটতে তা করে ।

(তুলনীয়-গুরু মারা বিদ্যা) ।

১৫৬. গোজেনে যদি কই দে, ঘরত্ আনি বুয়েই দে ।

গোজেনে বলে দিলে ঘরে এনেই বসিয়ে দেয় ।

(ভাবার্থ-ভগবান সহায় হলে কোন অভাব হয় না ।)

১৫৭. ঘণ্টা ভিদিরে কণ্টা ।
ঘোমটার ভেতর বাঁকা ঠাট ।
(তুলনীয়-ঘোমটার ভেতর খেমটার নাচ)
১৫৮. ঘর উন্দুরে বের কামারায় ।
ঘরের ইঁদুরে বেড়া কামড়ায় ।
(তুলনীয়-ঘর শত্রু বিভীষণ)
১৫৯. ঘর পঅলে, ছাগলে উঅরে ।
ঘর পড়লে ছাগলেও মাড়িয়ে যায় ।
(তুলনীয়-হাতি খেদায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে ।)
১৬০. ঘর বেরেলে কথা পায় ।
আদাম বেরেলে খদা খায় ।
ঘরে ঘরে গেলে কথা মিলে, পাড়া ঘুরলে লোকের খোঁটা খেতে হয় ।
১৬১. ঘর ভাত খেইন্যায় মামু মোজ চরানো ।
ঘরের ভাত খেয়ে মামার মেষ চরানো ।
(তুলনীয়-ঘরের খেয়ে বনের মেষ তাড়ানো ।)
১৬২. ঘাট পার অহুলে ঘাওল্যা শালা ।
ঘাট পার হয়ে গেলে মাঝি শালা (কার্যসিদ্ধির পর উপকার মনে না রাখা) ।
১৬৩. ঘাদত্ এই ন্যায় নগান্ দুবে ।
ঘাটে এসে নৌকা ডুবি হয় ।
১৬৪. ঘুমে মরায় সং ।
ঘুমে থাকা আর মৃত অবস্থা উভয়ই সমান ।
১৬৫. চাষি চাখে ঝুল শুগায় ।
চেখে দেখতে ঝোল শুকায় ।
(তুলনীয়-ঠক বাছতে গাঁ উজাড় ।)
১৬৬. চাদরেহ চাদে ঘিনায় ।
এক চাট (ডাঙ্গার শামুক বিশেষ) আরেক চাটকে ঘৃণা করে ।
১৬৭. চাল ফারক্ অহুলে বাঅ পর ।
চাল ফারাক (পৃথকান্ন) হলে বাপও পর ।
(তুলনীয়-ভিন্ন হাঁড়িতে বাপ পড়শী ।)
১৬৮. চিগোন বারেঙ্জো লরে চরে ।
যে বারেঙ (ধামা বা টুকরি) ছোট, সেটি নড়েচড়ে, অর্থাৎ বারবার স্থানান্তরিত হয় ।

১৬৯. চিগোন মুরিচ ঝাল বেচ ।
চিকন মরিচে ঝাল বেশি ।
১৭০. চিল দরে কি কুরা ছ ন পুঝে?
চিলের ভয়ে রি মুরগির ছানা পোষে না?
১৭১. চিলে ছুয়া মায়ে খেয়ান অহলে নেজায় ।
চিলে ছোঁ দিলে কুটোটি হলেও নিয়ে যায় ।
১৭২. চুখা আহুস্তান গালত্ ন যায় ।
শুধু গালে যায় না অর্থাৎ বিনা লাভে কেউ কোনো কাজ করে না ।
১৭৩. চুর উবুরে রাগ গুরি মাদিত্ ভাত খানা ।
চোরের উপরে রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া ।
১৭৪. চুর নাঙে চুর খায়
খেড় নাঙে খেড় যায় ।
চোর চুরির মতলবে আর দুষ্টলোক কুকারের মতলবে থাকে ।
(তুলনীয়-শকুনির চোখ সর্বদা ভাগাড়ের দিকে ।)
১৭৫. চুরর দজ্জ দিন গিরন্তর একদিন ।
চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একদিন ।
১৭৬. চেজ্জতায় দুগ খন্দে ।
চেপ্টা করলে দুঃখ খণ্ডে ।
১৭৭. চোগ লুভে বো মাষে ।
চোখের লোভে বিয়ে করতে চায় ।
১৭৮. চ্য কমিলে কান্জাবা চুলেরা দর লাগার ।
সাহস হারালে নিজ মাথার চুলও নিজেকে ভয় পাইয়ে দেয় ।
১৭৯. ছড়অ লাগত্ ছঙে পায় ।
সমানে সমানেই লাগে ।
১৮০. ছচ ছচ পেলে আহুরস খাঙ
দরঅ পেলে কায়্যায় ন জাঙ ।
নরম হলে তার হাড়িও খাই, শক্ত হলে তার কাছে যাই না ।
(তুলনীয়-শক্তের ভক্ত, নরমের যম ।)
১৮১. ছজ্জ কাবরে উঅল দাঙর ।
কাছা ঢিলে দিয়ে কাপড় পরলে কোষ বড় হয় ।
(তুলনীয়-লাই দিলে মাথায় উঠে ।)

১৮২. ছরা উজাদে দজ্বর্ পায়

মেঘ্যা জরাদে বঝর্ যায় ।

‘ছড়ার উজানে ধরে গেলে দেখা যায়, কত ছোটছোট ছড়ার সাথে তার সঙ্গম হয়েছে । তেমনি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মায়াবন্ধন জন্মাতে হলেও বছর খানেকের দরকার অর্থাৎ সাদা কথায় ছেলে পিলে হওয়া দরকার ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ৩৯)

১৮৩. ছাগল কান ভেরারে

ভেরা কান ছাগলরে ।

ছাগলের কান ভেড়াকে, ভেড়ার কান ছাগলকে ।

(ভাবার্থ-জোড়াতালি দিয়ে অভাব অনটনে বেঁচে থাকা ।)

১৮৪. ছাগল দিলে দুরিয়া দি পায় ।

ছাগল দিলে দড়িটাও দিতে হয় ।

১৮৫. ছাগল নহু কাবদে বিজা খুয়া দুবোদুবি ।

ছাগল কাটার আগে তার অণ্ডকোষ খুলে নেবার তাড়া ।

(তুলনীয়-কালনেমির লঙ্কাভাগ ।)

১৮৬. ছাগল মুস্তে ধর ।

মৃত্যুত্যাগ কালে ছাগল ধরতে হয় ।

১৮৭. ছাড়া ভাঙ্গে গাল খজরায় ।

সুসিদ্ধ ভাত, তবু বলে গাল ফুটেছে ।

(তুলনীয়-সুখে থাকতে ভূতে কিলায় ।)

১৮৮. ছিনাল্যা ছিনাল গরেহু মা ভোন চায়

চুরে চুর গরেহু পারাগেরাম বাজায় ।

‘যে লোক ছেনালী করে, সেও মা বোন তফাতে রাখে । আর চোর চুরি করলেও স্বগ্রামে করে না, বরং অন্য চোরের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করে ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ৪০)

১৮৯. ছুকুরে কুচু টেঙেরা ছুপ পেলেন এরে ।

কচু খেতের সন্ধান পেলেন শূকর তা আর ছাড়ে না ।

১৯০. ছুজ ভরাদে খুরোল ভরায় ।

সূঁচ ঢোকাতে গিয়ে কুড়াল ঢোকানো ।

(তুলনীয়-বসতে পেলেন গুতে চায় ।)

১৯১. ছুয়াত পেই পেই বুয়াল মাজ

আরঅ খেদে চাজ মাআল মাজ ।

বোয়াল মাছ খেয়ে মজা পেয়ে আরো মাআল মাছ খেতে চায় ।

(তুলনীয়-বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান ।)

১৯২. ছল্লুগঅ ন মুরা উবুরেদি চল ।
মুল্লকের নৌকা পাহাড়ের উপর দিয়েও চলে ।
(ভাবার্থ-সকলের চেষ্টায় কঠিন কাজও করা সম্ভবপর ।)
১৯৩. ছেদাম ন খেলে পাদঅ ভাত কুণ্ডরে খেই যায় ।
মুরোদ না থাকলে পাতের ভাত কুকুরে খেয়ে যায় ।
১৯৪. ছেদাম ন্যেই ভেদাম
মৈনর উপর তিন আদাম ।
বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, অথচ পাহাড়ের শৃঙ্গে তিন পাড়া বসাতে চায় ।
১৯৫. ছেদাম ন্যেই যার, তিন মোগ তার ।
বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, অথচ ঘরে তিন স্ত্রী ।
(তুলনীয়-বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর ।)
১৯৬. ছেপ ফেল্যে গাত পরে
খুরোল ফেল্যে পাত পরে ।
থুথু ফেললে গায়ে পড়ে, কুড়াল মারলে পায়ে পড়ে ।
১৯৭. জাদি বিদ্যা জাদিয়ে ন ছাড়ে, মাছে ন ছাড়ে কেই
সোনালই মুড়লেও কুস্তা, তবু ন ছাড়ে ছেই ।
জাতবিদ্যা জাতে ছাড়ে না, মাছে কেই ছাড়ে না, সোনা দিয়ে মুড়ালেও
কুকুর ঢেউ ঢেউ ছাড়ে না ।
১৯৮. জাদে জাত তগায়
কাভারায় গাত্ তগায় ।
জাতে স্বজাতি খোঁজে, কাঁকড়ায় গর্ত খোঁজে ।
(তুলনীয়-ইরৎফং ডভ ঔব ংধসব ভবধঃযবৎ ভষড়পশ গুড়মবঃযবৎ.)
১৯৯. জানিলে সাত্ ভাগ্ খেই পারে ।
জানলে একাই সাত ভাগ খাওয়া যায় ।
২০০. জামিন অহুই ভর্ষ
পানিত ডুবি মর্ষ ।
জামিন হয়ে যে খেসারত দিতে চায়, সে যেন পানিতে ডুবে মরে ।
২০১. জামেই এক হারাম
বিলেই এক হারাম ।
জামাই ও বিড়াল সুযোগ পেলেই ক্ষতি করে ।
২০২. জামেই কন্যা দেখনেই শুক্কুর বারে বিয়া ।
জামাই কন্যার দেখা নেই, শুক্রবারে বিয়া ।
(তুলনীয়-রাম না হতে রামায়ণ ।)

২০৩. জ্বরকাল বেল,
আহুলেলে গেল।
শীতকালের খেলা, দুপুর গড়ালেই শেষ।
২০৪. জিয়াৎ রেত
সিয়াৎ কেত।
যেখানে রাত, সেখানেই কাত। (ভবঘুরে)
২০৫. জুগ মুঅত ছেই।
জোকের মুখে ছাই।
(ভাবার্থ-প্রতিপক্ষকে সমুচিত জবাব দিতে হয়।)
২০৬. জেদা ভারেই পারে
ময়া ভারেই ন পারে।
জীবিত ব্যক্তিকে ঠকানো যায়, কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে পারা যায় না।
২০৭. ঝরঅ আগে পিনগিনি
গিদঅ আগে কুনকুনি।
ঝড়ের আগে পিনপিনে বৃষ্টি হয়, গান গাওয়ার আগে গুনগুন করে সুর
ভাঁজতে হয়।
২০৮. ঝরত বগা মরে।
ঝড়ে বক মরে।
(তুলনীয়-ঝড়ে পাকা আমের সঙ্গে কাঁচা আমও ঝরে পড়ে।)
২০৯. ঝাকুয়া গুয় পেছুয়া খানা।
ঝাঁকের গরুর পাঁকের খানা।
(ভাবার্থ-পরিবারে লোক বেশি হলে ভালো খাবার জোটে না।)
২১০. ঝাগর গরু ঝাগত যায়
ঝাগস্তন নিঘিলে বাঘে খায়।
'পালের গরু পালে ঘুরে, পাল ছাড়লে বাঘে ধরে'। (সুগত ২০০২ : ৯৬)
২১১. ঝাদি কাম্মেয়া বাগত আহুঘে
ঘু ফেলাদে তিন পোর লাগে।
'কাজ পাগলা লোক পাছে কাজের ক্ষতি হয় এই ভয়ে যেখানে কাজ চলছে
তার ধারেই পায়খানা করে। একটু পরে যখন আবার ঐ জায়গায় কাজ
করতে হয়, সেই ময়লা পরিষ্কার করতেই তখন তিন প্রহর বেলা হয়ে যায়।
ভাবার্থ-তাড়াতাড়ি করতে গেলে কাজে এমন ভুল হতে পারে যাতে কাজটা
ভুল না হলেও সেটা সংশোধন করতে বিস্তর সময়ের দরকার।' (বঙ্কিমকৃষ্ণ
২০০৫ : ৩০)

২১২. ঝার বাজ্যেই অহরিঙ্ক নিগিলায় ।
জঙ্গল পিটিয়ে হরিণ বের করতে হয় ।
২১৩. ঝিয়ায়ে মারি বোয়রে শিগায় ।
ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো ।
২১৪. ঝুবন্তলে পোরোল বুড়া ।
ঝোঁপের আড়ালে ধুন্দুল পেকে যায়, চোখে পড়ে না ।
(তুলনীয়-মেঘে মেঘে অনেক বেলা ।)
২১৫. তা মুঅত ঝারাহ
তা মঅত বারাহ ।
তার মুখের ঝারায় বিষ নামে, তাতেই বিষক্রিয়া বাড়েও ।
২১৬. তাল ফুরেইন্যায় ধঙ্গ্যা নাজের ।
তাল ফুরিয়ে সঙ্ক নাচতে এসেছে ।
২১৭. তিন শিরা যাতুন
বুদ্ধি লবে তাতুন ।
তিন মাথা যার, বুদ্ধি নিবে তার ।
২১৮. তিনে সুনজুগে এগন্তর ।
ত্র্যহস্পর্শ ।
২১৯. তুই বাঙাল ছাগল হইয়ছে?
তুমি বাঙালির ছাগলের ন্যায় হয়েছ ।
২২০. তুছখলাং কুরা আক্যাং ইহয়ে ।
তুষভাণ্ডার লোভী মোরগের ন্যায় ।
২২১. তেবা পানিয়ে ঘরা ভরে ।
চুইয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা পানিতেও কলসি ভরে ।
(তুলনীয়-রাই কুড়িয়ে বেল ।)
২২২. তেল্যা ঈজাব ।
তেলির হিসাব ।
(তুলনীয়-আকাশকুসুম কল্পনা ।)
২২৩. তেল্যা মাধাং তেল ।
তেলা মাথায় তেল ।
২২৪. থেঙং তানিলে মাধাং নেই
মাধাই তানিলে থেঙং নেই ।
ছোট কাঁথাখানি পায়ে টানলে মাথায় থাকে না, মাথা মুড়ি দিলে পায়ে থাকে না ।
(তুলনীয়-নুন আনতে পান্তা ফুরায় ।)

২২৫. দজ্জ দিন খায় এক দিন ধরা পরে ।
দশ দিন খায়, একদিন ধরা পড়ে ।
১২৬. দঝা জানেই শুনেই ন এঝে ।
দশা (বিপদ) জানিয়ে আসে না ।
২২৭. দাগঅ কথা ফেলা ন যায় ।
ডাকের বচন ফেলা যায় না ।
২২৮. দাদতুন ছামি বর ।
বাঁটের চেয়ে ছামি বড় ।
(তুলনীয়-বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় ।)
২২৯. দাবাত্ ন খাং তুবিত্ খাং ।
হকো খায় না, পাইপ খায় ।
২৩০. দি কাক্যা সেরেদি ফুকুলুং ।
দুই ভেলায় দুই পা রাখলে জলে পড়া অনিবার্য ।
(তুলনীয়-দুই নৌকায় পা দিতে নেই ।)
২৩১. দি চোক খাদিলে দুন্যা আন্ধার ।
দুইচোখ বন্ধ করলে দুনিয়া অন্ধকার ।
২৩২. দুছ্যা সমারে দজ্জগত্ যায় ।
কুসঙ্গে দোজখে যায় ।
(তুলনীয়-সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ ।)
২৩৩. দুর কজ্যা আগে ভাল ।
বিবাদ অঙ্কুরেই মিটিয়ে ফেলা ভাল ।
২৩৪. দুরঅ কুদুম ফুল বাজ
কায় কুদুম চিনদা বাজ ।
আত্মীয় দূরে থাকলে ফুলের সুবাস, কাছে থাকলে চিমসে গন্ধ ।
(তুলনীয়-কুটুম যত দূর তত মধুর ।)
২৩৫. দুরব ললেহ্ দুরব ল
ওইব ললেহ্ দুরব ল ।
কচ্ছপটা নিতে চাও তো নাও, গোসাপ নিতে চাইলেও কচ্ছপটাই নাও ।
(তুলনীয়-ঐবধফ ও মধরহ, ঃধরষুড়্ ষড়ংব.)
২৩৬. দেগা গুরুয়ে বাঘ ন চিনে ।
এঁড়ে গরু বাঘ চিনে না ।

২৩৭. দেঘাদেঘি কর্ম,
 স্তনাস্তনি ধর্ম ।
 দেখেদেখে কাজ শেখা হয়, শুনে শুনে ধর্মে মতি হয় ।
২৩৮. দেনে জাগা পায়
 চুরে জাগা ন পায় ।
 পেটুকে জায়গা পায়, চোরে জায়গা পায় না ।
২৩৯. ধলই মাখিলেয়া সং
 আড়ি লই মাখিলেয়া সং ।
 কুনকে দিয়ে মাপলেও সমান, আড়ি দিয়ে মাপলেও সমান ।
২৪০. ধলধল গুরয়ে ন পায় ঘাজ
 ফেদেরো গুরয়ে সনার ঘাজ ।
 সুদর্শন সাদা গরু ঘাস পেতে পায় না, আর হাভিসার গরু সোনার ঘাস
 খেতে চায় ।
২৪১. ধান নেই খের কি ঝাঝাঝরি?
 যে খড়ে ধান নেই তা ঝাড়িঝাড়ি করে কী লাভ?
২৪২. ধান সে ধন ।
 ধান ধনের সেরা ।
২৪৩. ধাবা চড়রা মাল্যুং শেল
 পেদ ন ভল্যু জাদ গেল ।
 ধাবমান সম্বরকে শেল মারলাম, পেট ভরলনা জাতও গেল ।
 (তুলনীয়-জাতও গেল পেট ভরল না ।)
২৪৪. ধাবা মান্জা পরানে কি মুরিচ বাত্যা?
 যার যাবার তাড়া বেশি সে কি মরিচের চাটনি খাবে?
 (তুলনীয়-বিলম্বে কার্যনাশ ।)
২৪৫. ধায়দে মাছেয়া দাঙ্কর
 মরেদে পোয়বুয়া দোল ।
 যে মাছটি পালিয়েছে, তা খুব বড় ছিল; যে ছেলে মারা গেছে সে খুব সুন্দর
 ছিল ।
২৪৬. ধায়দে মানুচুয়া ফবায়
 লরায়দে মানুচুয়া ফবায় ।
 যে লোক দৌড়ে পালায় তারও হাঁপ ধরে, যে দৌড়ায় তারও হাঁপ ধরে ।
২৪৭. ধারেয়া কাবে ভরেয়া কাবে ।
 ধারেও কাটে, ভারেও কাটে ।

২৪৮. ধারেকা বাল্য ন আহেজে ।

বদলা খাটলে বদলা মিলে ।

(তুলনীয়-যেমন কর্ম তেমন ফল ।)

২৪৯. ধাং ধাং মানজ্যর বিয়া নেই

খাং খাং মানজ্যর কিয়া নেই ।

যে বারবার বাসস্থান পরিবর্তন করে তার বিয়ে হয় না, যে সর্বদা খাই খাই করে তার স্বাস্থ্য ভাল থাকে না ।

২৫০. ধিঙি স্বর্গত গেলেয়া বারাহ বানেহ ।

টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ।

২৫১. খেলে লাজ

নে, খেলে লাজ?

বেগতিক অবস্থায় পলায়নে লজ্জা না মার খেয়ে পলায়নে লজ্জা?

(তুলনীয়-যে পালায় সে বাঁচে ।)

২৫২. ন খাং ন খাং ভুদেই মা

এক পিলা ভাদে কুলায় না ।

পাতে বসে খেতে পারি না, খেতে পারি না; কিন্তু এক হাঁড়ি ভাতে তার কুলায় না ।

২৫৩. ন জিন্যা কুণ্ডর ঘাঙ্গাঙি দাঙর ।

যে কুকুর কামড়াকামড়িতে পারে না, তার ঘেউ ঘেউ শোনা যায় বড় গলায় ।

(তুলনীয়-বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কোর ।)

২৫৪. ন দেলেহ ন লাগে পাপ ।

না দেখলে পাপ স্পর্শ করে না ।

২৫৫. নহ পা-ধে এহুদ মানে, ঘরায়া মানে ।

যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ পাবার জন্য হাতিও মানত করে, ঘোড়াও মানত করে ।

(তুলনীয়-যেনতেন প্রকারেণ কার্যসিদ্ধি বিধিয়তে ।)

২৫৬. নহ বজ্জতে খেং তানানো ।

বসার আগে পা ছড়ানো ।

(তুলনীয়-গাছে না উঠতে এক কাঁদি ।)

২৫৭. নাক কান কাবিলে ছায়োয়া ভরে ।

নাক কান কেটে নিলে চুপড়ি ভরে ।

২৫৮. নাক দাঙর ভাতুয়া

চেং দাঙর ফাতুয়া ।

যার নাক বড় যে বেশি খেতে পারে, যার পুরুষাঙ্গ বড় সে ব্যাভিচার করে ।

২৫৯. নাঙে তাঙে বোদ্যে ভেই
পেদং মুরং কিছু নেই।
নামকরা বৈদ্যের ভাই, কিন্তু পেটের মধ্যে বিদ্যে নেই।
২৬০. নানু ন চিনি ছালাম গরন।
নানা না চিনে সালাম করা।
২৬১. নাবিত দেলেহ নকুনি বারেহ।
নাপিত দেখলে নখের কোণা বাড়ে।
২৬২. নিগিল্যা এহুদো দাত ভোরেই ন পারে।
বেরিয়ে আসা হাতির দাঁত ভেতরে ঢোকানো যায় না।
(তুলনীয়-ডযধঃ রং ফড়হব পধহহড়ঃ নব্ব হফড়হব.)
২৬৩. নিত্য কাবদে গাচ্ছো পরে।
নিত্য কাটতে গাছ পড়ে।
(ভাবার্থ-ধৈর্য ধরে কাজ করলে সিদ্ধি লাভ হয়।)
২৬৪. নিধনীয়ে ধন পায় চিবি চিবি চায়
নেই কাবজ্যা কাবর পায়, উরি পিনি চায়।
'নির্ধনী ধন পেলে বারে বারে টিপে টিপে দেখে আছে কি নেই। আর যার কাপড় নেই সে কাপড় পেলে বারে বারে গায়ে দিয়ে দেখে, কেমন মানিয়াছে।' (দুলাল ১৯৮০ : ৪৩)
২৬৫. নিলঅ ঘা আহুরং ধুজে
পেতপেত্যা বার অ কাবর ভিজে।
পাতলা বাঁশের চিলতে দিয়ে কাটা ঘা হাড় পর্যন্ত গভীর হতে পারে,
পিনপিনে বৃষ্টিতেও কাপড় ভেজে।
(তুলনীয়-হাঁটু পানিতেও বুক সাঁতার হয়।)
২৬৬. নুন খেই গুন গরন।
নুন খেয়ে গুণ গাওয়া।
২৬৭. নুন ন দিলে ঘিয়া মাদি
বিদেজত গেলে রাজ্জাঝিয়া বেদি।
লবণ না দিলে ঘি মাটি, বিদেশে গেলে রাজার মেয়েকেও বেটি বলে।
২৬৮. নুয়া নুয়া বাঙোরি নুয়া নুয়া রং।
নতুন নতুন চুড়ির নতুন নতুন রঙ আকর্ষণীয় হয়।
২৬৯. নুয়া পানি লঘে পুরান পানিয়া যায়।
নয়া পানির সঙ্গে পুরান পানিও নেমে খায়।
২৭০. নেই বন্দারে খদায় মিলায়।
যার কেউ নেই, খোদাই তাকে মিলান।
(তুলনীয়-নির্বাকবের বাকব ঈশ্বর।)

২৭১. নেই মোগলুন কান মোগ্ ভালা
সবায় ন পাখে রাজাঝি ভালা ।
স্ত্রী না থাকার চেয়ে অন্ধ স্ত্রী ভাল, তাও না জুটলে রাজকন্যা বিয়ে করা
ভাল ।
(তুলনীয়-নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল ।)
২৭২. পথ ফুরায় সাঙু দুয়ারও
কথা ফুরায় নানু দুয়ারও ।
পথ শেষ হয় ঘরের দরজায় এসে, কথা শেষ হয় বিচারকের কাছে ।
(তুলনীয়-পথ ফুরায় দোর গোড়ায়, কথা ফুরায় কাঠগড়ায় ।)
২৭৩. পথ ভালা বেঙা যা
ভাদ ভালা চুখা খা ।
রাস্তা ভালো বাঁকা যাও, ভাত ভালো শুধু খাও ।
২৭৪. পথৎ পেলুং কামার
দা গড়েই দে আমার ।
পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার ।
২৭৫. পথৎ পেলু লাঙ
থুগ্নেই থাগ্নেই যাঙ ।
পথে পেলাম লাং (উপপতি), ঠোকা মেরে যায় ।
২৭৬. পন্দিদে বুঝে 'আ' কার 'ই' কারে
মূর্খে বুঝে ভুগে চাবরে ।
'আ-কার, ই-কার' দেখে মুহূর্তে পণ্ডিত সব বুঝেন, মূর্খ বুঝতে হলে চড়
চাপড় দিতে হয় ।
(তুলনীয় মূর্খস্য লার্থ্যোষধি ।)
২৭৭. পরঅ কথাং কান ন দ্য
অল্প খেইয়া সজাগে থাক্য ।
পরের কথায় কান দিয়ো না, অল্প খেয়ো, সজাগ থেকো ।
২৭৮. পরা কবাল্যা খিনদি যায়
মরা শামুকখ উষি যায় ।
পোড়াকপালে যদিকে যায়, মরা শামুকও উঠে যায় ।
(তুলনীয়-অভাগা যদিকে যায়, সাগর শুকিয়ে যায় ।)
২৭৯. পরানে মাগেখে এহুদো দই ।
হাড়ির দই খেতে প্রাণে চায় ।
২৮০. পরেয়া দুয়ারত গাল ন পাত্য ।
পরের চড় নিজের গালে পেতে নিয়ো না ।

২৮১. পরেয়া পুয়া আহ্‌দে সাপ ধর ।

পরের ছেলের হাতে সাপ ধর ।

২৮২. পাগলী পুয়াবো ওহ্ল মোল ।

পাগলির ছেলে হল আর মারা গেল ।

২৮৩. পাগলে কি ন কয়

ছাগলে কিন খায়?

পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়?

২৮৪. পাচ্ছিগা সনা নচ্ সাচ্ছিগা বানি ।

পাঁচ সিকে দামের সোনার নথের বানি সাত সিকে ।

(তুলনীয়-খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি ।)

২৮৫. পাতে পাতে পুন আক্যাং

কধে কধে মু আক্যাং ।

বায়ু নিঃসরণ করতে করতে অভ্যেস খারাপ হয়, কুকথা বলতে বলতে মুখ খারাপ হয় ।

২৮৬. পাদা এলেহ রাজারে দর নেই

আহুঘা এলেহ বাঘেরে দর নেই ।

বায় ছুটলে রাজার ভয় মানে না, মলত্যাগের বেগ শ্রবল হলে বাঘের ভয়ও থাকে না ।

(তুলনীয়-ঘবপবংরঃ শহড়ি হড় ষধি।)

২৮৭. পায় ন পায়

মাদল বায় ।

পেতে না পেতেই খুশিতে মাদল বাজায় ।

(তুলনীয়-ডেকে আনতে বললে বেঁধে আনে ।)

২৮৮. পিরা অহুইয়ো দুগুং দুগুং

দারু অহুইয়ো ছ মাজ পথ ।

অসুখে মরে মরে অবস্থা, ওষুধ রয়েছে ছ'মাসের পথ দূরে ।

২৮৯. পীরঅ নাঙদি ফগিরে খায় ।

পীরের নাম ভাঙিয়ে ফকিরে খায় ।

(তুলনীয়-পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া ।)

২৯০. পুগ রান্‌জুনি পঝিমে যায়

আহল্যা নাঙল জলে ভাজায় ।

পূর্বের রঙধনু পঝিমে গেলে সহসা প্রচুর বর্ষণ হয়-যাতে জমিতে ফেলে আসা লাঙলও ভেসে যেতে পারে ।

২৯১. পুনঅ আন্দাজ বুঝি চাল্যা গিলে ।

গুহ্যদ্বারের আন্দাজ বুঝে আঁটি গিলতে হয় ।

২৯২. পেকোয়্য পরিবার গঙ্

পাদান ঝরিবার গঙ্ ।

পাখিটা যেমনি বসতে গেল, অমনি পাতা ঝরার সময়ও আসলো ।

২৯৩. পেজায় কুলকুলায়

খুরোল্যা সনাত্তুক পায় ।

পেঁচায় উলু দেয়, কিন্তু সোনার টোপর যায় কাঠঠোকরার মাথায় ।

(তুলনীয়-কেউ মরে বিল সেঁচে, কেউ খায় কৈ

যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ ।)

২৯৪. পেতুয়া ফিরিঙ ধরি ন পেলেই-‘সাধু’ ।

পেটমোটা ফড়িং ধরা না গেলে-‘সাধু’ ।

(তুলনীয়-উড়ো থৈ গোবিন্দায় নমঃ ।)

২৯৫. পদৎ ভুক মুয়ত লাজ?

পেটে ভুখা মুখে লাজ ।

২৯৬. পোরঅ মাদি পারত্ ক্ষয় ।

পুকুর কাটার মাটি পাড়ে দিতেই শেষ হয়ে যায় ।

২৯৭. ফকির লগে কাল বাংগাল

উড়িং লগে চড়রা পাগল

খঞ্জন সমারে চেগা পাগল ।

ফকিরের জন্য কাল বাঙ্গাল, হরিণের জন্য বড় হরিণ আর খঞ্জনের জন্য
চেগা (ছোটপাখি বিশেষ) পাগল ।

২৯৮. ফাকফাক্যা মাজ মারে চুখা আহুদি এঝে

নিম্মে মাজ মারে ডুলো ভরেই আনে ।

বাচাল মাছ মারতে গেলে খালি হাতে ফিরে, স্বল্পভাষী মাছ মেরে পাত্র ভর্তি
করে আনে ।

(তুলনীয়-প্রথম পংক্তির সঙ্গে-উসড়ঃ নড়ঃঃষব ংড়ংহফং সঁপয, দ্বিতীয় পংক্তির
সঙ্গে ংয়ব ফড়ম ংযধঃ নরঃবং ফববং হড়ঃ নধৎশ)

২৯৯. ফাদা কানিদ সনা থায় ।

ছেঁড়া ন্যাকড়াতেও সোনা থাকতে পারে ।

(তুলনীয়-গোবরেও পদ্মফুল ফোটে ।)

৩০০. ফেলা ফেলা নাবালেং মাজ ।

‘নাবালেং এক প্রকার ছোট মাছ । টোপ গিলতে পারে না অথচ টোপ খুঁটে খেয়ে,
ফাৎনা নেড়ে, মাছ শিকারীকে নাজেহাল করে ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ১৬)

৩০১. ফেল্যা ছেপ ফুদা তুলি ন খায় ।

ফেলে দেওয়া থুথু কেউ তুলে খায় না ।

৩০২. বই ন জানিলে লরি পায়
খেই ন জানিলে মরি পায় ।
বসতে না জানলে সরতে হয়, খেতে না জানলে মরতে হয় ।
৩০৪. বই পেলে খেং আনন্দ অ মাগে ।
বসতে পেলে পা ছড়াতে চায় ।
৩০৫. বকা ছেরে কবা ।
বক পালের মধ্যে কাক ।
(তুলনীয়-হংস মধ্যে বকো যথা ।)
৩০৬. বনবাঘে নহু খাদে মন বাঘে খায় ।
বনের বাঘে খাবার আগে মনের বাঘে খায় ।
৩০৭. বরগাঙ চায় পারাহ
রাজা খাদিয়া ধয়, পারাহ ।
বড়গাঙ দেখে আসব, লাল খাদি (কাপড় বিশেষ) ধুয়ে আনব ।
(তুলনীয়-রথ দেখা কলা বেচা ।)
৩০৮. বর পণ্ডিত হলে পথর কুরে হাগন ।
অত্যধিক পবিত্রচারী লোকেরা পথের ধারে মলত্যাগ করে ।
৩০৯. বলেহ আহুত থিয়েলে বাজার ।
'এমনি প্রতিপত্তিশালী, উনি যেখানে বসেন সেখানে হাট বসে যায়; যেখানে
দাঁড়ান বাজার হয়ে যায় ।' (দুলাল ১৯৮০ : ২০)
৩০৯. বলীর ঘুম, নির্বলীর ঘাম ।
বলবান লোক ঘুমায় বেশি, দুর্বল লোকের অল্প পরিশ্রমে ঘাম বেশি হয় ।
৩১০. বাঘ বুরাহ আদাম অ কুরে
মানুষ বুরাহ আশুন অ কুরে ।
বাঘ বুড়ো হলে পাড়ার কাছেই ঘাঁটি গাড়ে, বুড়া মানুষ আশুনের কাছে বসে
থাকে ।
৩১১. বাঘ মনত্ নেই যিয়্যান
ছাগল মনত্ সিয়্যান ।
বাঘের যা মনে নেই ছাগলের তা মনে আছে ।
৩১২. বাঘ অ উহরে তাগ ।
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ।
৩১৩. বাঘে মোঝে আহ-ল ।
বাঘে মহিষে হাল চষা ।
(তুলনীয়-অহিনকুল সম্পর্ক ।)
৩১৪. বাঘ্যাভুন বাগোনী সাদ্দিন জেত ।
বাঘের চেয়ে বাঘিনী সাত দিনের বড় (সেয়ানা) ।

৩১৫. বাচ্চোয়্য ন ভাঙোক

উন্দরবোয়্য মোরোক ।

বাঁশটা না ভাঙ্গে, ইদুরটাও মরে ।

(তুলনীয়-সাপও মরে লাঠিও ভাঙ্গে না ।)

৩১৬. বাজার কলা ছড়া বেঘে মুলায় ।

বাজারের কলার ছড়া সবাই দরদাম করে দেখে ।

৩১৭. বাঝিলে আঝিলে ন যায় ।

দাগ লাগলে তা কিছুতেই যায় না ।

(তুলনীয়-বাঘে ছুলে আঠার ঘা ।)

৩১৮. বান্যাহ করি ছালা ভরা

ভাগ গল্যে করাহ করাহ ।

বস্তা ভরা ধনও ভাগ করে দিলে কড়া কড়া হয়ে পড়ে ।

৩১৯. বান্দরঅ নাগত জুক চুম্যে ।

‘বান্দরের নাকের ভেতর জোক ঢুকলে সেটা অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় । আর ঘনঘন নাকটা খোঁটে । বিপদগ্রস্ত মানুষ যখন সেরূপ হন্যে হয়ে ঘোরে, সুস্থির হয়ে বসতে পারে না; তখন এই প্রবাদ বাক্যটা বলা হয় ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ১৭)

৩২০. বাপ চা, পুত চা

মা চা, ঝি চা ।

বাপের মত ছেলে এবং মায়ের মত মেয়ে হয় ।

৩২১. বাপ চোদোরী পুত কাত

সে দেজত ন মিলে ভাত ।

যে বাড়িতে বাপ নিষ্কর্মা, পুত বিদ্যা দিগ্গজ-সে বাড়িতে ভাত মিলে না ।

৩২২. বালা ধারেলৈ বালা পায় ।

বদলা খাটলে বদলা যায় ।

৩২৩. বিনা বাদাঝে পাদা ন লরে ।

বাতাস ছাড়া পাতা নড়ে না ।

(তুলনীয়-কারণ বিনা কার্য হয় না ।)

৩২৪. বিল ধানে বান্দর রাজা ।

• বিলের ধানে বানর রাজা ।

(তুলনীয়-পরের ধনে পোন্ধরি ।)

৩২৫. বিলেই নেই ঘরত উন্দুর দবদবা ।

বিড়ালহীন ঘরে ইদুরের প্রাবল্য ।

৩২৬. বিলেইরে মাছ চুগি দেনা ।

বিড়ালকে মাছ পাহারা দিতে বলা ।

৩২৭. বিলেই লই উন্দুর বুঅ ।
বিড়ালে ইদুরে সম্পর্ক ।

৩২৮. বিলেয়ে কুত্তরে ।
বিড়ালে কুকুরে সম্পর্ক ।

৩২৯. বুধবারে গাদঅ সাপ্পোয়্য ন লরে ।
বুধবারে গর্তের সাপও নড়ে না (অর্থাৎ বের হয় না) ।

৩৩০. বুরাহু কথা কুরাহু ঘু ।
বুড়োর কথা মুরগির মল ।

৩৩১. বুরাহু বান্দরেয়্য গাজ্জত উধে ।
বুড়ো বানরও গাছে উঠে ।
(ভাবার্থ-স্বভাব পরিবর্তিত হয় না)

৩৩২. বুরিহ মোরোক
আর চাদা কাদোক ।
বুড়ি মরুক আর চাটাই ফেঁটে যাক ।

৩৩৩. বেজ্জ খেদঅ চেলেহু অল্পয়্য লাগত্ ন পায় ।
বেশি খেতে চাইলে অল্পও ভাগে পড়ে না ।
(তুলনীয়-অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ।)

৩৩৪. বেজ্জা গরু দাত চেলেহু কি অহুব?
বিক্রিকরা গরুর দাঁত দেখে কী হবে?
(তুলনীয়-গতস্য শোচনা নাস্তি ।)

৩৩৫. বেন্যা দেবাকাল্য বেল্যা ব
সে বঝর ঞ্জান শু ।
চৈত্র বৈশাখ মাসে সকাল বেলা মেঘ করে বৃষ্টি না হলে আর বিকেলে বাতাস
বইলে সে বছর সুবৃষ্টি হয় না ।

৩৩৬. বেল্যা অহুলে সাদ আহল ফেলায়
বেন্যা অহুলে এক আহল নেই ।
'রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠিক করে কাল সকালে জমিতে সাতখানা হাল যাবে । কিন্তু
সকালে উঠে একটা হাল নেবারও গা নেই । অর্থাৎ শুধু পরিকল্পনাই সার ।'
(দুলাল ১৯৮০ : ৪৯)

৩৩৭. বোদ্য ঘরত নিত্য জ্বর ।
বৈদ্যের ঘরে সর্বদা জ্বর ।

৩৩৮. ভজ্জার লাগ ভোজ্জি
পেজ্জার লাগ পেজ্জি
রাজ্জার লাগ মানদেবী ।

ভোঁদার জুটি ভোঁটি, পেঁচার জুটি পেঁচী, রাজার জুটি মহারানী ।
(তুলনীয়-যেমন রাধা তেমন কানু ।)

৩৩৯. ভাগল্লন উবুজ্যা উগোল্ মাজ্জ ।
যেন লাঠি মাছ, তাই কেউ ভাগে নিতে চায় না ।

৩৪০. ভাঙা খেঁড়ান গাদত পরে ।
ভাঙা পা গর্তে পড়ে ।
(তুলনীয়-খোঁড়া পা খানায় পড়ে ।)

৩৪১. ভাঙা নগান ঘাতজ্জরা
ফুল্যা পেদা মোক্জ্জরা ।
ভাঙ্গা নৌকা কেবল ঘাট জুড়েই থাকে, পিলে সর্বস্ব রোগী স্ত্রীকে কেবল
জুড়েই বসে থাকে ।

৩৪২. ভাচ্যালাঙি ন ধয্য
ছায্যা বউ ন আন্য ।
পানিতে ভেসে আসা লগি ধরবে না, অপরে তালুক দেওয়া বৌও ঘরে
আনবে না ।

৩৪৩. ভাদ জার ভুত জার
বিয়্যা জার বিয়ালা জার ।
‘নৈসর্গিক শীত অনুভব ছাড়া আরো চার রকমে শীত লাগে । ভাত খাওয়ার
পর অধিক শীত লাগে । ভূতের ভয় পেলে একেবারে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে
হয় । বিয়ের জ্বরও সুবিখ্যাত, প্রচুর ঠাট্টা তামাসার খোরাক জোগায় ।
তাছাড়া ছেলে বিয়ানোর পরও প্রসূতির এক রকমের হাড়কাঁপানো শীত
লাগে ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ৪৭-৪৮)

৩৪৪. ভাদ নেই ঘর পিদা
উলু পরো চুল বুদা ।
ভাত নেই ঘরে পিঠা দুরাশা, তেলের অভাবে চুলের খোপা উলু অর্থাৎ সরু
শনের প্রায় হয়েছে ।

৩৪৫. ভাদ নেই ঘরত কোল বাঝা ।
নিরন্তের ঘরে নিয়ত কলহ ।
(তুলনীয় সিলেটী প্রবাদ-ফুড়াইলো গাটির চাউল, ঘর লাগিল আউল ঝাউল ।)

৩৪৬. ভাদ মিঞ্জাল্যা খা-দে সুখ
মানুষ মিঞ্জাল্যা চা-দে সুখ ।
মিশ্র চালের ভাত খেতে সুখ, সঙ্কর জাতের মানুষ দেখতে সুখ ।

৩৪৭. ভাদ মধ্যে গিরিং
মাজ্জ মধ্যে চিরিং ।
ভাতের মধ্যে গিরিং চালের ভাত আর মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছ ভালো ।

৩৪৮. ভাদ্র মাচ্যা কুত্তরবোয়্য দোল ।

ভাদ্র মাসে কুকুরটাও সুন্দর ।

(তুলনীয়-যৌবনে কুকুরী ধন্যা ।)

৩৪৯. ভারেইয়্যা খেলা ছাড়িয়া যায় ।

ঠকিয়ে জিতলে খেলা প্রতিকূলে যায় ।

৩৫০. ভালারে চাদি গঙ্কু তেল

বাব দিন্যা থালো গেল ।

মাটির প্রদীপ ও গর্জন তেল ভালো । বাপের দিনের থালাও গেল ।

(ভাবার্থ-অপচয়ে সম্পদ নাশ ।)

৩৫১. ভুতধন পেরেদে খায় ।

ভূতের ধন প্রেতে খায় ।

(তুলনীয়-পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় ।)

৩৫২. ভুতে একান সুখ পেলে ন এরে ।

বোকাদের যা ভালো লাগে তাতেই মত্ত হয় ।

৩৫৩. ভোজ আঝায় মোগ গেল

মোগ আঝায় ভোজ গেল ।

ভাবির আশায় স্ত্রী গেল, স্ত্রীর আশায় ভাবি গেল ।

৩৫৪. ভোজ কধে আধা মোক ।

ভাবি বলতে আধা স্ত্রী ।

৩৫৫. মইল্যায় গাজ কাবদে ভাগিন্য সজ্জ পায় ।

মামায় গাছ কাটে, ভাগনার মনে হয় গাছটা বুঝি নরম ।

৩৫৬. মইল্য ভাগিনা বিয়াং

আবদু বলা নেই সিয়াং ।

মামা ভাগনে যেখানে-আপদ বলাই নেই সেখানে ।

৩৫৭. মনে কুলেলে ধনে কুলায় ।

মনে সংকল্প থাকলে অর্থের সংস্থান হয় ।

(তুলনীয়-ডয়বৎব ঔয়বৎব রং ধ রিমষ, ঔয়বৎব রং ধ ধি.)

৩৫৮. মরেদে গিরি ন এরে আজ্জ

ধায়দে-চাঝা ন এরে চাজ্জ ।

মুমূর্ষ গৃহস্থ প্রাণের আশা ছাড়ে না, যে চাষাকে সত্বর স্থান পরিবর্তন করতে

হবে সেও চাষাবাদ বন্ধ রাখে না ।

(তুলনীয়-যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ ।)

৩৫৯. মাগানা খিয়া রামজয় ।

মাগানা খানেওয়ালা রামজয় ।

৩৬০. মাজ ছু কাল ছু
বন্ধর মাথাৎ ইক ছু ।
মাছের মহোৎসব লাগে বছরের মাথায় একবারই ।
(তুলনীয়-সুযোগ জীবনে একবারই আসে ।)
৩৬১. মাঝিয়া ভাত খেইয়ে ঝালত্ব জোয়ার এয়ে ।
মাঝিও ভাত খেয়েছে ঝালেও জোয়ার এসেছে ।
৩৬২. মাদিত থলে পিবিয়ায় খেবাক্ পারাহ
মাথাৎ থলে উত্তনে খেবাক্ পারাই ।
মাটিতে রাখলে পিপড়ের সব খেয়ে ফেলবে, মাথায় রাখলে উকুনে খেয়ে
ফেলতে পারে ।
৩৬৩. মাথা নেই কানাহ গরাগরি । * ৩৮ ২৭৬৮ ৩৮ ৮৮ ৩৮
মাথা না থাকলে দেহ গড়াগড়ি যায় ।
৩৬৪. মানিক্য বাবর সিনিখানা ।
মানিকের বাবার সিনি খেতে যাওয়া । অর্থাৎ যখন গেল তখন কিছুই অবশিষ্ট নেই ।
(তুলনীয়-খধঃব খধঃরভ)
৩৬৫. মানুষ নজত উ-লে * ৩৮ ২৭৬৮ ৩৮ ৮৮ ৩৮
তান নজত বু-লে ।
কোষ বড় হলে মানুষ অকেজো হয় । ঝোলের পরিমাণ বেশি হলে তরকারি
নষ্ট হয় ।
৩৬৬. মানুষ বুঝি পুগিয়ে কামারায় ।
মানুষ বুঝে পোকায় কামড়ায় ।
৩৬৭. মা মলেহ বাপ ভালোই ।
মা মারা গেলে বাপ ভালুই হয়ে যায় ।
৩৬৮. মার শুদিয়ে পুয়া
ভুইয়ের শুদিয়ে রুয়া ।
'মায়ের শুণে ছেলে, ভুইয়ের শুণে রুয়া ।' (সুগত ২০০২ : ৯৪)
৩৬৯. মাল মাজ চোক ঝাং
ভাদে কাবরে ঝিয়াং পাং ।
প্রতিদিন মৃগল মাছের মুড়ো খেতে পারলে, ভাত কাপড়ের অভাব না
থাকলে দীর্ঘায়ু হওয়া যায় ।
৩৭০. মিখা মুয়ে ভিদা তুলে ।
মিঠা মুখে ভিটা ছাড়া করা যায় ।
৩৭১. মিখার লাভ পিবিয়ায় কায় ।
গুড়ের লাভ পিপড়ের খায় ।

৩৭২. মিলা রেঞ্চ্চ পিলা দাঙ্কর ।

মেয়েলোক পেটুক হলে বড় হাঁড়িতে রান্না চাপায় ।

৩৭৩. মুঅ গুণে বেঙ্ক মরে ।

মুখের গুণে (দোষে) ব্যাঙ্ক মরে ।

(ব্যাঙ্ক ডাকে বলেই সাপ তাকে আক্রমণ করতে পারে ।)

৩৭৪. মুঅ পীরা ঝুল ভাত্ ।

মুখের পীড়ার জন্য ঝোল ভাত দেয়া হয়েছে ।

৩৭৫. মু অ ফাঙ্ক

বড় ফাঙ্ক ।

মুখের বকুনি বড় বকুনি ।

৩৭৬. মুঅত্ চাবাল্যে লাজ্ নেই

পুনত্ চাবাল্যে লাজ্ নেই ।

নির্লজ্জকে মুখে মারলে বা পাছায় মারলেও লজ্জা যায়না ।

৩৭৭. মুঅত দাড়ি, বুকত কেশ

তারে কয়দে মন্দ্র বেশ ।

মুখে দাড়ি বুকে কেশ, তারে কয় মরদের বেশ ।

৩৭৮. মুঅত পোরোক

পেত্ ন ভোরোক ।

সবার মুখে পড়ক-পেট ভরুক আর নাই ভরুক ।

৩৭৯. মুরা-উয়রে তুগুন বাচ্ ।

‘পাহাড়ের শৃঙ্গোপরিস্থিত তুগুন বাঁশ অর্থাৎ ঝাড়ের একমাত্র বাঁশের ন্যায় বায়ুর অনুসারী-বিবেকসম্মানহীন ব্যক্তি ।’ (সতীশ ১৯১৫ : ২৪৪)

৩৮০. মের দরে বান্দর নাছে ।

মারের ভয়ে বানর নাচে ।

৩৮১. মোগ ভাগ্যে ধন

পুরুজ্জ ভাগ্যে জন ।

স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষ ভাগ্যে জন ।

৩৮২. যদঅ গরু তদঅ গোবর ।

যত গরু তত গোবর ।

৩৮৩. যদ বাচ্চুন পুনথবি বাব আধুৎ ।

লাউয়ের খোলা ভাঙ্‌বিতো পূর্ণিমার বাপের হাঁটুতে ।

(তুলনীয়-যত দোষ নন্দ ঘোষ ।)

৩৮৪. যম জামেই ভাগিনা

এ তিন নয় আপনা ।

যম, জামাই ও ভাগনে-এ তিন জন আপন নয় ।

৩৮৫. যা' কথা শুনে কথা গম ।

যার কথা শুনে, তাই ভালো লাগে ।

৩৮৬. যা' চেষ্টা তার ।

যার চেষ্টা তাকেই করতে হয় ।

৩৮৭. যা' ছবো তার মেয়্যা ।

যার সন্তান তার মায়া ।

৩৮৮. যা' দিনত তার ।

যার দিন তার ।

(তুলনীয়-লাঙ্গল যার, জমি তার ।)

৩৮৯. যা নাঙে নেই, মেজবান্যা ঘরত্ গেলৈয়া নেই ।

যার কপালে খাবার জুটবার নয়, সে যে বাড়িতে ভুরিভোজ চলছে সেখানে গেলৈও খেতে পায় না ।

৩৯০. যা ফালত্ তে পরে ।

যার ফাঁদ সেই পড়ে ।

৩৯১. যা' বাবরে কুমোরে খায়, তার খেউ দেলেহু দর গরেহু ।

যার বাপকে কুমিরে খেয়েছে, সে ঢেউ দেখলেই ভীত হয় ।

(তুলনীয়-ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় ।)

৩৯২. যা মান যে কয়

দুধ বেজি দই লয় ।

যার মনে যা কয়, দুধ বেচে দই লয় ।

৩৯৩. যা মরণ যিয়াৎ

ন পানেই যায় সিয়াৎ ।

যার মৃত্যু যেখানে লেখা, নৌকা ভাড়া করে হলেও সে ঠিক সেখানে হাজির হবেই ।

৩৯৪. যা' সুদা তে কাদে ।

যার সুতো সেই কাটে ।

(তুলনীয়-নিজের চরকায় নিজেকেই তেল দিতে হয় ।)

৩৯৫. যাচ্যা ভাত ন খেলে তিন পোর সং উবাজ খায় ।

সাধা ভাত না খেলে তিন প্রহর পর্যন্ত উপোস থাকতে হয় ।

৩৯৬. যাস্তুন আঘে আধুৎ বল

তে খেব গঙ্গির জল ।

যার হাঁটুতে বল আছে, সে গাঙের জল এনে খেতে পারে ।
(তুলনীয়-বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ।)

৩৯৭. যাত্নন আঘে দম্
কল্প্য ন নয় কম্ ।
যতক্ষণ শরীরে দম আছে, ততক্ষণ সে কারো চেয়ে কম নয় ।

৩৯৮. যাত্নন আঘে ধান
তা' কখানি তান ।
যাত্নন আঘে তেষ্ঠা
তা কখানি বেষ্ঠা ।
যার আছে ধান, তার কথা টান; যার আছে টাকা, তার কথা বাঁকা ।

৩৯৯. যাদে আমন ইচ্ছা
এথে পর ইচ্ছা ।
নিজের ইচ্ছায় খাওয়া, পরের ইচ্ছায় ফিরে আসা ।

৪০০. যাবে পুদে বিশ্বাস নেই ।
বাপে পুতে বিশ্বাস নেই (স্বার্থের সময়) ।

৪০১. যার অহয় ন বঝরে অহয়
যার নয় নব্বই বঝরে নয় ।
যার বুদ্ধি হয়-নয় বছর বয়সেই হয়; যার হবে না, তার নব্বই বছর বয়সেও
হবে না ।

৪০২. যার কামে যারে সাজে
আর কামে লাধি মারে ।
যার কাজে যারে সাজে, আর কাজে লাঠি বাজে ।

৪০৩. যার বিপদত্ তার ঘা ।
যার বিপদ তার কঠিন সময় ।

৪০৪. যার ভাগ্যে তে খায়
গোজেন কয় দে মর কি দায় ।
যার ভাগ্যে সে খায়, গোজেন বলে আমার কি দায় ।

৪০৫. যার যেতুম ফাল
তার সেতুম শাল ।
যার যত লাফ, তার তত গভীরে কাঁটা বিধে ।

৪০৬. যার লাগ, তার ভাগ ।
যে যে রকম লোক, তার স্ত্রীও হয় সে রকম ।

৪০৭. যিনদি ঝর, সিনদি ছুমোর ।
যেদিকে ঝড় আসে, সেদিকে ছাতা ধরতে হয় ।
(তুলনীয়-অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ।)

৪০৮. যে অহ-ইয্যো পাচ কথা ।

যা হয়েছে পাঁচ টুকরো ।

৪০৯. যে কুগিয়্যে কাবিব

সালাম গল্যেয়া কাবিব

কলা দেষেলেয়্য কাবিব ।

যে কুকি কাটবে, সালাম করলেও কাটবে, কলা দেখালেও কাটবে ।

(তুলনীয়-চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী ।)

৪১০. যে কুত্তর, লেজ বেঙা চুমাত ভরেল্যে উজু ন অহয় ।

যে কুকুরের লেজ বাঁকা, চোঙ্গায় ভরে রাখলেও তা সোজা হয় না ।

(তুলনীয়-কয়লা যায়না ধুলে, স্বভাব যায় না মরলে ।)

৪১১. যে কুরিয়্যে বদা পারে তা' পুনেই জানে ।

যে মুরগি ডিম পাড়ে, তার পোঁদেই জানে ।

৪১২. যে গরুবুআ দুধ দেয়, তার লাখিয়্য ভালা ।

যে গরু দুধ দেয় তার লাখিও ভাল ।

৪১৩. যে দিনত্ যে কাল,

অহরিঙ্কে চুমি গেল বাঘ গাল ।

যে দিনে যেমন কাল; হরিণও সময়ে বাঘের গালে চুমু খেয়ে যায় ।

(তুলনীয়-হাতি যখন খেদায় পড়ে, চামচিকায়ও লাখি মারে ।)

৪১৪. যে দেজত্ বৃক্ষ নেই, সে দেজত এরোভা প্রধান ।

যে দেশে বৃক্ষ নেই, সে দেশে এরোভাই প্রধান ।

৪১৫. যে দেজত্ যে ভাঙ্কা ।

যে দেশে যে রীতি ।

৪১৬. যে ন খায় শূওরত তেল

তার জিদানি বৃথা গেল ।

যে খায়নি শূকরের তেল, তার জীবন বৃথা গেল ।

৪১৭. যে নত্ উধে সে ন পানি ঈজে ।

যে নৌকায় উঠে, সে নৌকায় পানি সেচে ।

৪১৮. যে পাদত্ খায়, সে পাদত্ আহুঘে ।

যে পাত্রে খায়, সে পাত্রে মলত্যাগ করে ।

৪১৯. যে পেকো উরিব বাত্ ফরফরায় ।

যে পাখি উড়বে, সেটা ছোট অবস্থাতেই বাসায় ফরফর করে ।

(তুলনীয়-গড়ৎহরহম ংয়ড়িং ংযব ফধু.)

৪২০. যে ফুল নিন্দা, সে ফুল পিন্দা ।

যে জাতের ফুলকে নিন্দা করা হয়, সে ফুলকেই গলায় পরতে হয় ।

৪২১. যে ভরখানা, সে ভর লাদানা ।
যে পরিমাণ খানা, সে পরিমাণ নাচ ।
৪২২. যেমন তানা তেমন পোজ্জান ।
যেমন টানা তানা তেমন পোড়েন ।
৪২৩. যেমন তান্যাবি, তেমন নাম
সামুলেজী পিধনান ।
যেমন তান্যাবি (একটি কিংবদন্তির মেয়ের নাম) তেমন নাম, তার
পিননখনিও (পরনের কাপড় বিশেষ) সামুলেজী ফুল বিশিষ্ট ।
৪২৪. যেসুমান দেবাকালো সেসুমান ঝর ন আনে ।
যতবড় কালো মেঘ, সে পরিমাণ বৃষ্টি হয় না ।
(তুলনীয়-যত গর্জে তত বর্ষে না ।)
৪২৫. যে ধক দরায়, সে ধক লরায় ।
যত ডরায়, তত তাড়া করে ।
৪২৬. রনুখাঁ আমল মিখা ।
'রনু খাঁর আমলের মিঠা, অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য । রনু খাঁ একজন বিখ্যাত চাকমা
সেনাপতি । ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল
তখন ইনি ইংরেজদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন । তাঁর আমলে
চাকমা রাজ্যে সুখ শান্তি সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না, যেহেতু তাঁর ভয়ে কোন
বহিঃশত্রু রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস করত না ।' (দুলাল ১৯৮০ : ১৯)
৪২৭. রাজ ভুল, কাজ ভুল ।
রাজার ভুল হলে কাজের ভুল হয় ।
(তুলনীয়-রাজা দোষে রাজ্য নষ্ট ।)
৪২৮. রাতা নেই দেজত কুরিএ ডাক পারে ।
মোরগ নাই দেশে মুরগি ডাক পাড়ে ।
৪২৯. রান্ধে বার চায়, বারতে বার ন চায় ।
রাঁধতে আপেক্ষা করে, কিন্তু বাড়তে দিশ পায় না ।
৪৩০. লক্ষী সীতা কলঙ্কিনী ।
লক্ষী সীতাকেও কলঙ্ক বহন করতে হয়েছে ।
৪৩১. লগে ঘর বাড়ি আপ্রাজ্যা ।
বেদের মত সঙ্গে ঘরবাড়ি ।
(তুলনীয়-সঙ্গে বাড়ি সঙ্গে ঘর ।)
৪৩২. লগে যলা লগে শেজ্জ ।
'আপদ বালাই সাথে সাথে দূর করতে হয় ।
(ভাবার্থ-ঝগড়া ফ্যাসাদ কিংবা লেনদেনের হিসেব যখন তখন মিটিয়ে
ফেলা ভালো ।' বঙ্কিমকৃষ্ণ ২০০৫ : ৫৬)

৪৩৩. লরানায় মরানায় ছৎ ।

স্থানান্তরে পুনর্বসতি গড়া ও মৃত্যুবরণ করা একই কথা ।

৪৩৪. লরি চরি বার, ঘরত্ বই তের ।

ঘোরাঘুরি করলে বার টাকা আর ঘরে বসে তের টাকা রোজগার ।

(তুলনীয় সিলেটি প্রবাদ-হইয়া মাগুর বৈয়া কৈ, জাল বায় বেটা ভেড়া ।)

৪৩৫. লাঘত্ ন পায়দে, জাগাত্ খাচ্চুয়ায় ।

‘শরীরের যে জায়গা হাতে নাগাল পাওয়া যায় না; চুলকানিটা উঠে ঠিক সে জায়গায় । দরকার অথচ জিনিসটা রয়েছে নাগালের বাইরে এই অবস্থায় এ প্রবাদ বাক্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ৫)

৪৩৬. লাজে কাজ আ-রায় ।

লাজ করলে কাজ হারাতে হয় ।

৪৩৭. লাদা খোক পাদাখোক ভান্তুন পারাহ নয়

পোবেয়্যা মারে মা দাগিলে আমন মারো পারাহ নয় ।

লতা খাও পাতা খাও ভাতের মত নয়,

পরের মাকে মা ডাকলে, আপন মায়ের মত নয় ।

৪৩৮. লাভে লুয়া বয়, অলাভে তুলায় ন বয় ।

লাভের আশায় লোহা বহন করা যায়, লাভের আশা না থাকলে কেউ তুলাও বয় না ।

৪৩৯. লামে পেলেহু বেরে ন পায়

বেরে পেলেহু লামে ন পায় ।

লম্বায় পেলে বেড়ে পায় না (গাছ), বেড়ে পেলে লম্বায় পায় না ।

৪৪০. লুআর দুজ, কামাজ্যার দুজ ।

লোহার দোষ কামারেরও দোষ ।

৪৪১. লুবঅ ছুগর চালত্ উধিলে ঘুবখুব দাঙর অহয় ।

খোঁয়াড়ের শুয়ের চালে উঠলে তার ঘোৎঘোৎ (ডাক) বড় হয় ।

(তুলনীয়- অধনীর ধন হলে দিনে দেখে তারা ।)

৪৪২. লেই কুগরে বেই উধে ।

প্রশয় পেলে কুকুর মাথায় উঠে ।

৪৪৩. লেজে পিধে জরা ন মরে

এ আহত আহত গরে ।

লেজে পিঠে জোড়া দেয়া যায় না, আয়ের অনুপাতে ব্যয় সংকুলান হয় না ।

৪৪৪. লেদার মোক্, সকল ভোজ ।

দুর্বলের বৌ, সকলের ভাবি ।

৪৪৫. লেন্দা গুরু ভন্দ চেলা ।

ন্যাংটা গরুর ভণ্ড চেলা ।

৪৪৬. লোগ মুঅত জয়
লোক মুঅত ক্ষয় ।
লোকমুখে জয়, লোকমুখে ক্ষয় ।
(তুলনীয়-দশচক্রে ভগবান ভূত ।)
৪৪৭. শব্দ হনি গোয়ালপাড়া
দৈ দুধ ছেসরা ।
গোয়াল পাড়ায় শব্দ শুনে দৈ দুধ পর্যাণ্ড মনে করা ।
(তুলনীয়-গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ।)
৪৪৮. শুন্যা কথা লই দুন্যা ন বেয়েচ ।
শোনা কথা নিয়ে দুনিয়া বেড়িয়ে না ।
(তুলনীয়- গুজবে কান দিতে নেই ।)
৪৪৯. শ্যাল্যা কাথোল খায় বুপ্যা মুঅত আধা ।
শেয়াল কাঁঠাল খায় আর ছাগলের মুখে আঠা ।
৪৫০. সঙ লাগত্ সঙে যায় ।
সমানে সমানে লাগে ।
(তুলনীয়-সমানে সমানে দুস্তি, সমানে সমানে কুস্তি ।)
৪৫১. সদরত আদর ।
নিকট আত্মীয়তার মধ্যে আপ্যায়নের প্রাবল্য ।
৪৫২. সভা মধ্যে কগুরা ভাত ।
সভা মধ্যে বাসি ভাত পরিবেশন ।
(তুলনীয়-হাটে হাড়ি ভাজা ।)
৪৫৩. সমত জরায়, অসমত খায় ।
সময়ে জমায়, অসময়ে খায় ।
৪৫৪. সময় থাকতে বান, দিন থাকতে হাঁট ।
সময় থাকতে বাঁধ দাও, দিন থাকতে হাঁট ।
(তুলনীয়-সময়ের কাজ সময়ে করা ।)
৪৫৫. সমাদে দেজো
নিহু গিলদেন দেষে ।
প্রবেশ করতে দেখে, বের হতে আর দেখে না ।
৪৫৬. সাজ ভাদ্যে গালু খাজরায় ।
সুসিদ্ধ ভাতও গালে ফুটছে ।
(তুলনীয়-সুখে থাকতে ভূতে কিলায় ।)
৪৫৭. সাত বাঙালে এক দেই
বাবে নিলেহু পুদে নেই ।
সাত কামলার এক দা, বাপে কাজে নিলে গেলে ছেলের থাকে না ।

৪৫৮. সাত ভেই গারেঙ অতুন পজ্যান পারা ।

‘যেখানে হাতিতে ধান খেয়ে যায়, সেখানে রাত্রিবেলা পাহারা দেবার জন্যে কাছাকাছি উঁচু গাছের মগডালে মাচান বাঁধা হয়, তাকে ‘গারেঙ’ বলে । সাত ভাই মাচান ভেঙে যেন একসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেছে । অর্থাৎ মহা বিপর্যয় কাণ্ড ।’ (দুলাল ১৯৮০ : ২৭)

৪৫৯. সাদু অঝায় পুরা মারে ।

সাত ধাইয়ে ছেলে মারে ।

(তুলনীয়-অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ।)

৪৬০. সাদাঙা কলে আদাঙা উরে ।

সৎমা বলতে আত্মা উড়ে যায় ।

৪৬১. সাপ অহুই খুস্ত

অঝা অহুই ঝাস্ত ।

সাপ হয়ে দংশে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে ।

৪৬২. সাপ্পো মারি লেজত্ পরান ন থয় ।

সাপ মেরে লেজে প্রাণ রাখে না ।

(তুলনীয়-শত্রুর শেষ রাখতে নেই ।)

৪৬৩. সারু গল্যে পার গরে ।

দৃঢ়তা থাকলে পার হওয়া যায় ।

৪৬৪. সিবিদি খেই জিল ঘা অহুলে দৈ পিলা দেলেহ দর গরে ।

চুন খেয়ে জিভে ঘা হল, দধি খেতেও ভয় হল ।

৪৬৫. সুগভুন সুখ খাল কুল্যা বাঝা ।

সুখের উপর সুখ, নদীর তীরে বাসা ।

৪৬৬. সুজ্ঞ ভরাদে খুরোল ভরায় ।

সুঁচ ঢোকাতে কুড়াল ঢোকায় ।

(তুলনীয়-সুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয় ।)

৪৬৭. সুয্য তাবখুন বালুত্তাব বেজ্ঞ ।

সূর্যের চেয়ে বালুর তাপ বেশি ।

(তুলনীয়-বাবু যত বলে, পারিষদ বলে শত গুণ ।)

৪৬৮. সেদাম নেই ভেদাম এহত্তুম আহু

গাঙকুলে নি নি ভিজ়েই ভিজ়েই ঝা ।

যতখানি মুরোদ নেই তার তত বড় হাঁ অর্থাৎ চাওয়া । নদীর তীরে নিয়ে ভিজিয়ে ঝা । ‘এটি একটি উপকথার সারমর্ম, শেয়াল গেছে কচ্ছপকে খেতে । এদিক ওদিক কামড়ে দেখে কিন্তু দাঁত বসে না । তখন কচ্ছপ বলল, জলেতে নিয়ে ভিজিয়ে ঝাও । তারপর জলেতে নিয়ে যেতে এক ঝটকায় কচ্ছপটা একদম হাওয়া’ । (দুলাল ১৯৮০ : ৩৫)

৪৬৯. সোবানে এক শত্ যোজন দেখে

গুরু পুন ছামি ন দেখে ।

শকুন একশ যোজন দূরে থেকে দেখে, কিন্তু গরুর গুহাঘারে পাতা ফাঁদ
তার চোখে পড়ে না ।

৪৭০. সোম শনি পশ্চিমে নীদি ।

সোম আর শনি পশ্চিমে যাত্রা শুভ ।

৪৭১. সোম শুক্রর রোয় ধান

বুধে বৃষদে ঘরত্ আন ।

সোম ও শুক্রবার ধান রোপণের এবং বুধ ও বৃহস্পতিবার ফসল কাটার
জন্য শুভপ্রদ ।

৪৭২. হাঙে হাঙে নলা

গাঙে গাঙে গলা ।

হাঁটতে হাঁটতে নালা, গাইতে গাইতে গলা ।

৪৭৩. হেইদ পুনং কুগরে ভুগে ।

হাতির পেছনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ।

৪৭৪. হেদ আরি ধান খরচ অহুল

মেজবানানহ পুনত্ রোল ।

ষাট আড়ি ধান খরচ হল, ক্রিয়াকর্মও বুলে রইল ।

সূত্র নির্দেশ

- আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর। লোকসাহিত্য (২য় খণ্ড)। ঢাকা : পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৫
- আশুতোষ দেব। নূতন বাঙ্গালা অভিধান। কলকাতা : ৩য় সংস্করণ ১৯৭৬
- আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর। বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড)। কলকাতা : ৫ম সংস্করণ ২০০৫
- দুলাল চৌধুরী, ডক্টর। চাকমা প্রবাদ। কলকাতা : লোক নিকেতন ১৯৮০
- বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান। চাকমা প্রবাদ প্রবচন বাগধারা ও ধাঁধা। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ২০০৫
- বঙ্কিমচন্দ্র চাকমা। চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ২০০৫
- বিরাজমোহন দেওয়ান। চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত ২য় সংস্করণ। রাঙ্গামাটি : ২০০৫
- মুহম্মদ আসাদুর আলী। আসাদুর রচনা সমগ্র (২য় খণ্ড)। লণ্ডন : ২০০৩
- মোহাম্মদ হানীফ পাঠান। বাংলা প্রবাদ পরিচিতি (১ম খণ্ড)। ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৭৬
- শশিমোহন চক্রবর্তী। শ্রীহট্টীয় প্রবাদ প্রবচন। কলকাতা : ১৯৭০
- শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী। সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৩৬৮
- সতীশচন্দ্র ঘোষ। চাকমা জাতি। কলকাতা : ১৯১৫
- সরদার মোহাম্মদ আবদুল হামিদ। চলনবিলের লোকসাহিত্য। ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮১
- সুগত চাকমা। বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ২০০২
- Grierson, George Abraham Sir. The Linguistics Survey of India, Vol V, Part I, Calcutta 1903